GOPÀL AND KÀMINEE,

A PLEASING MORAL TALE,

ADAPTED FROM THE ENGLISH,

BY

RÁMNÁRÁYAN VIDYÁRATNA,

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF

LIEUT. W. N. LE

CALCUTTA:

BISHOP'S COLLEGE PRESS,

1856.

[*Price* 8 *Ans.*]

গোপাল কামিনী।

মনোরঞ্জন নীতিগর্ভ উপন্যাস।

ইংরাজি হইতে

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত।

উইলিয়ম নস্কা, লাজ, মহোদয়ের সহায়তায়

প্রচারিত।

কলিকাতা:

বিশপ্স কালেজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৫৬।

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

ADVERTISEMENT.

THERE are few things of so much importance in the education of a young person, as the inculcating of a *taste* for reading. How many grown people are there in this world, who though able to read, never open a book ? Hundreds of thousands, if not millions. The subject then, it will be admitted, is worthy of much attention, and all well-wishers of the youth of India should hail, with pleasure the appearance of every book, however humble, calculated to form an attractive member in the Bengali Child's series.

With the objects herein alluded to, has the accompanying little book been prepared. It can hardly be said to be an adapted tale as but a few facts have been taken from the original model. While care has been taken to render it attractive, it will be found to contain good moral lessons, which it is hoped will not be read without beneficial results.

FORT WILLIAM COLLEGE,
1*st April*, 1856.

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের পড়িবার অনুরাগ যত ফলজনক, আর সকল উপায় তত নয়। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, অধিক বয়স্ক শত সহস্র ব্যক্তি পড়িতে সমর্থ হইয়াও কখন বহি খুলিতে চাহে না। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অতি আবশ্যক। এবং ভারতীয় যুবক হিতৈষি মহাশয়দিগেরও কর্ত্তব্য যে, বালকগণের পাঠোপযোগি বাঙ্গালা পুস্তক সকলের মধ্যে কোন পুস্তক সামান্যরূপ হইয়াও যদি মনোহর করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহাতে তাঁহারা সন্তোষের সহিত সমাদর প্রকাশ করেন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উক্ত অভিপ্রায়েই প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার গল্পটি কোন পুস্তক হইতে সংগৃহীত, এ কথা নয় বলিলেও বলা যায়। কারণ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র আভাস বই আর কিছুই উদ্ধৃত হয় নাই। গল্পটি মনোহর করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা গিয়াছে, এবং উত্তম ২ নীতিও প্রবেশিত করিতে ত্রুটি করা যায় নাই। এই হেতু ভরসা করা যাইতে পারে যে, ইহা পড়িলে বিশেষ ফল লাভ হইতে পারিবেক।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ,
১লা এপ্রিল ইং ১৮৫৬.।
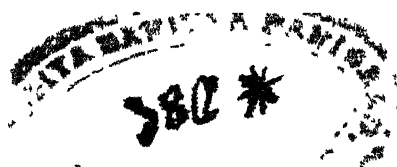
গোপাল কামিনী।

উপক্রমণিকা।

কৃষ্ণনগরে ধনপতি নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বসুদত্ত, মধ্যমের নাম অর্থপ্রিয়, তৃতীয়ের নাম বিত্তপ্রাণ, কনিষ্ঠের নাম শ্রীদত্ত। ধনপতি ঐ চারিটি পুত্রকে বাল্যকালাবধি বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া নীতিশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে উত্তম-রূপে নিপুণ করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি পুত্রদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, “বাপু সকল! আ-

মারত এক্ষণে প্রাচীন অবস্থা উপস্থিত; দেশ দেশান্তরে গিয়া যে বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া অর্থ উপার্জন করি আর এখন আমার তেমন শক্তি সামর্থ্য নাই। পরমেশ্বরের প্রসাদে আমি উপযুক্ত সুসন্তান চতুষ্টয়ের পিতা হইয়াছি; এখন আর আমার পূর্ব্বের মত ক্লেশ করিয়া দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন করা ভাল দেখায় না।

আমি স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা যে প্রভূত ধন অর্জন করিয়াছি, তাহা তোমরা আবহমানকাল পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিলেও ক্ষয় হইবার নহে। তথাপি আমি স্বজাতীয় বাণিজ্য ব্যবসায় হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইতে অভিলাষ করি না। উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলে কুবেরের সম্পত্তিরও কখন উন্নতি হয় না, আমরা ত অতি তুচ্ছ ব্যক্তি। হিতোপদেশে বিষ্ণুশর্ম্মা কহিয়াছেন, 'কিঞ্চিৎ ধন পাইয়া যদি কেহ আপনাকে নিশ্চিন্ত বোধ করে

এবং তাহা বাড়াইতে অনিচ্ছু হয়, তাহা হইলে বিধাতা চরিতার্থ হন, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্যে বিধাতার আর কোন ভাবনা থাকে না'।

অতএব মনুষ্য প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও কিসে তাহার সেই ধন বৃদ্ধি পায় তদ্বিষয়ে তাহার সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত। এক্ষণে আমি মনে২ একটা কল্পনা করিয়া তোমাদিগকে ডাকিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগের চারি ভাইকে এক কোটি টাকা সমভাগে বিভাগ করিয়া দি। তোমরা আ-পন২ অংশ লইয়া দেশ দেশান্তরে গমন পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় বিনিয়ম প্রভৃতি ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ কর। আমি এখানে সংসার ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকি"।

পিতার মুখহইতে এই রূপ মঙ্গলদায়িনী যুক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে

সম্মত হইল। তখন ধনপতি ভাণ্ডার হইতে কোটি মুদ্রা আনাইয়া পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে আর কিছু মাত্র বিলম্ব করিলেন না। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বসুদত্ত পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহল-দ্বীপে বাণিজ্য করিতে প্রস্থান করিল। মধ্যম অর্থপ্রিয় কাশ্মীর দেশ যাত্রা করিল। তৃতীয় বিত্তপ্রাণ, কলিকাতায় গিয়া বেণিতি কারবার করিতে লাগিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীদত্ত অল্পবয়স প্রযুক্ত বড় সাহসিক ছিল না। এ কারণ সে বিনয় পূর্ব্বক পিতার সমীপে নিবেদন করিল, "পিতঃ! আপনি যে প্রকার নির্দেশ করিতেছেন তাহাতে আমার বিলক্ষণ সম্মতি আছে, কিন্তু বিদেশ যাইতে আমার মন সরিতেছে না, এবং ভালমত সাহসও হইতেছে না। বিশেষতঃ অধিক পর্য্যটন শ্রম করা আমার অভ্যাস নহে। অতএব যদি অনুমতি করেন

তবে এই নগর মধ্যেই কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার উদ্যোগ করি”।

ধনপতি, প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রের সাহসাভাবের কথা শুনিয়া ঈষৎ সহাস্যবদনে তাহার চিবুকে হাত দিয়া কহিলেন “এই ত বাবা! তুমি এত সাহসহীন! বেণিয়ার ছেলিয়া হইয়া কি এত ভয় করিলে চলে! তোমার ত বাছা ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি তোমার মত বয়সে দেশদেশান্তর বেড়াইয়া এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। বণিক্ হইয়া স্বদেশে বসিয়াই বাণিজ্য করিব একথা বলিলে সাজে না। ছি! ছি! বাছা তোমার এত ভয়! ভয় পরিত্যাগ কর এবং সাহসী ও পরিশ্রমী হও। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের বালক বালিকা গোপাল ও কামিনীর পরিশ্রম ও সাহসাদির কথা যদি শ্রবণ কর তাহা হইলে তোমাকে চমৎকৃত ও অবাক্ হইতে হইবেক। তাহারা

দুঃখীর সন্তান হইয়া যে প্রকার সাহস ও মনের মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা শুনিলেও তোমার উপকার জন্মিতে পারে”।

শ্রীদত্ত পিতার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অমনি সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল “পিতঃ! তবে তাহারা কি প্রকার সাহস ও পরিশ্রম করিয়াছিল তাহা বলুন, আমি শুনি। বালকের বিষয় যাহা হউক বালিকাটির সাহসাদির কথা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। একে স্ত্রীজাতি স্বভাবতই সাহসহীন, তাহাতে সে ছেলিয়ামানুষ, ইহাতে তাহার সাহসাদির কথা শুনিয়া বড় চমৎকার বোধ হইল”।

ধনপতি পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া উপদেশ দিবার ছলে তাহার নিকট সেই বালক বালিকা গোপাল কামিনীর উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

গোপাল কামিনী।

কথারম্ভ।

পূর্ব্বে এই কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দ ঘোষ নামে এক গৃহস্থের বাস ছিল। সে আমাদের প্রতিবাসী ইহা বলিলেও বলাযায়। আমাদের বাটীর ঠিক পূর্ব্বদিকে অদূরেই তাহার ঘর ছিল। তাহার চারি পুত্র এবং চারি কন্যা, সর্ব্ব শুদ্ধ আটটি সন্তান হইয়াছিল। আর পতিবিহীনা তিন চারি ভগিনী, ভাগিনেয়ী প্রভৃতি কতক গুলি কুপোষ্যবর্গকেও তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হইত। তদ্ব্যতীত বৃদ্ধ মাতা এবং আপনারা দুই স্ত্রী পুরুষ ছিল। নিতাই ঘোষের বিষয় কিছু মাত্র ছিল না। সে লোকের ঘর ছাইয়া, এবং ভার বহিয়া দিন গেলে তিন চারি আনা উপার্জ্জন করিত এবং তাহারই অবলম্বনে কেবল সেই বৃহৎ সংসারটি অতি-

শয় কষ্টে প্রতিপালন করিত। অর্থাভাবে সে জাতীয় ব্যবসায় দধি দুগ্ধ ঘৃতাদির বিক্রয় করিতে সমর্থ ছিলনা। তাহার বয়স্ ক্রমশঃ অধিক হওয়াতে পরিশেষে সে আর তত পরিশ্রম করিতে পারিত না; সুতরাং উপার্জ্জনেরও শৈথিল্য হইয়া পড়িল। তাহাতে তাহার সংসারে এমনি ক্লেশ হইল যে, দিনান্তেও পরিবারদিগের এক মুষ্টি অন্ন পাওয়া সহজে হইত না।

তিনটি বড় ছেলিয়া পিতার নিতান্ত ক্লেশ দেখিয়া বিদেশে চাকরী করিতে যাই বলিয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিল। বড় মেয়ে তিনটিও একে একে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল। অনাথা ভগিনীদের আর গত্যন্তর ছিল না বলিয়া তাহারা ও বৃদ্ধ মাতা এবং দুইটি শিশু বালক বালিকার সহিত নিতাইরা দুই স্ত্রী পুরুষ এই কয়েক জন ঘরে রহিল। ঐ দুইটি বালক বালিকার গুণের কথাই তোমার নিকট বলিয়াছিলাম। নিতাই ঘোষের এ দুটি যমক

সন্তান। উহাদের আকার পুকার ঠিক ভদ্র সন্তানের মত। ,কে বলিবে যে উহারা গোয়ালার ছেলিয়া। নিতাইরা স্ত্রী পুরুষে সাধ করিয়া ছেলিয়াটির নাম গোপাল ও মেয়েটির নাম কামিনী রাখিয়াছিল।

সেই দুইটি ভাই বোনের পরস্পর এমনি সদ্ভাব ছিল যে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া কিছু করিত না। খাওয়া, শোয়া, বসা, বেড়ান, যাহা কিছু সকল কর্ম্মেই দুজনে এক সাথী থাকিত। পথে ঘাটে যেখানে দেখা যাইত সেই খানেই দুই জন। দেখিলে বোধ হইত যে উহাদের একের মরণ ও জীবনে উভয়ের মরণ বাঁচন অন্যথা হইতে পারে না। তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে জলপান খাইতে২ আমাদের এদিকে আসিত, এবং আমাদের বাটীর সম্মুখে এক পাঠশালা ছিল, বালকদের লিখিবার ও পড়িবার সময়ে তাহারা একধারে বসিয়া কেবল তাহা দেখিত ও শুনিত। ইহাতেই তাহাদের বিলক্ষণ অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল;

পুস্তক দেখিলে অনায়াসেই পড়িতে পারিত। এক দিন আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অন্য অন্য বালক অপেক্ষা তাহাদের শিক্ষা ভালরূপে হইয়াছে। তাহাতে বোধ হইল যে উহারা রীতিমত লেখা পড়া শিখিলে অনায়াসেই পণ্ডিত ও পণ্ডিতা হইতে পারিবেক।

নিতাই একে নির্ধন তাহাতে আবার বিদ্যা-রসে বঞ্চিত ছিল, সুতরাং তাহার সন্তানদিগের শিক্ষা দান বিষয়ে আনুকূল্য করিবার সম্ভাবনাই ছিল না। আমাদের তখন অতি দুঃসময়, নহিলে আমরাও কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতাম না। নিতাইও যদি তাহাদিগকে বরাবর এখানে যাওয়া আসা করিতে এবং পাঠশালার পড়ুয়াদের লেখা পড়া কেবল দেখিতে শুনিতে দিত, তাহা হইলেও তাহাদিগকে কাহারো আঁটিবার সাধ্য থাকিত না। সে তাহা না করিয়া, তাহারা একটু বড় হইতে হইতেই তাহাদিগকে বাজার

ছাট গরু বাছুর চরান প্রভৃতি যাবতীয় সংসারের নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। চাসার বুদ্ধি কত ভাল হইবে বল!

সাত আট বৎসর বয়স্ অবধি ত তাহাদের হাতে সেই সকল কর্ম্মের ভার পড়িল। করে কি, তাহারা বাপের কথায় তাহাই করিতে লাগিল; কিন্তু তখনও লোক মুখে শুনিতে পাইতাম যে, তাহারা মাঠে গিয়া গরু বাছুরগুলিকে চরিতে ছাড়িয়া দিয়া দুইটি ভাই বোনে এক স্থানে বসিয়া যাহা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিল, তাহারই কথাবার্ত্তা ও অনুশীলন করিত।

এই রূপে দুই চারি বৎসর গেলে পর, তাহারা তৎকর্ম্মে একান্ত বিরক্ত হইয়া এক দিন গরু চরাইতে গিয়া দুই ভ্রাতৃভগিনীতে পরামর্শ করিল যে, আমরা এক্ষণে নিতান্ত শিশু ত নই, প্রায়ঃ আমাদের বার বৎসর বয়ঃক্রম হইতে গেল, এখন বৃদ্ধ পিতাকে আমাদের প্রতিপোষণের ভারহইতে মুক্ত করিয়া

দেশান্তরে গিয়া আপনাদের ভরণ পোষণের চেষ্টা আপনারা দেখিলেই ভাল হয়।

এই রূপে পরামর্শ স্থির হইলে পর, গোপাল কামিনীকে কহিল, "ভগিনি কামিনি! তবে আইস আমরা দুই জনে পিতা মাতার কাছ থেকে বিদায় লইয়া কোন স্থানে যাই। আ-মাদের জন্য তাঁহাদিগকে এখন পর্য্যন্তও যা-হার পর নাই ক্লেশ করিতে হইতেছে; হাত পা থাকিতে আর পিতা মাতার এত দুঃখ দেখা যায় না। এত দিন আমরা অপারক ছিলাম, কোন উপায় করিতে পারি নাই; এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই ভাল দেখায় না"।

কামিনী কহিল, "দাদা! তুমি ভাল বলি-তেছ, আমার এ কথা মনে ধরিতেছে; কিন্তু ভাই! আগে থাকিতে একটা কথা বলিয়া রাখি, সাবধান যেন আমাকে কোন মতে ছাড়িয়া যাইও না, তোমাকে না দেখিলে আমি এখানে কখন থাকিতে পারিব না।

মনে ২ বুঝিতে পারিতেছি, বাবা এবং মা বরং তোমাকে পাঠাইতে স্বীকার করিবেন, কিন্তু আমার যাওয়াতে তাঁহাদের মত হইবেক না”।

গোপাল কহিল, “চল ত এক বার তাঁহাদের নিকট এ কথার উত্থাপন করা যাউক, তাঁহাদের মতামত পরে বিবেচনা করা যাইবেক; তোমাকে এখানে রাখিয়া গিয়া ত আমিও প্রবাসে থাকিতে পারিব না, সুতরাং যাইতে হইলে আমরা দুজনেই যাইব, তাহাতে সন্দেহ নাই”।

কামিনী জিজ্ঞাসিল, “দাদা! যদি এ বিষয়ে আমাদের বাপ মায়ের অভিমত হয়, তবে আমরা দুইজনে কোন দেশে যাইব? আমরা ত একাল পর্য্যন্ত কোন দেশে যাই নাই, কোথাকার পথ ঘাটও জানি না; কে আমাদিগকে লইয়া যাইবেক?” গোপাল উত্তর করিল, “কামিনি! আমি শুনিয়াছি, কলিকাতা অতি উত্তম স্থান, তাহা ইংরাজদিগের রাজধানী। লোকেরা দেশ দেশান্তর হইতে

আসিয়া তথায় ব্যবসায় বাণিজ্য ও নানা কর্ম্মকাজ করিয়া থাকে। সেখানে নিষ্কর্ম্মা কেহই নাই। সে এমনি উপায়ের স্থান যে, তথায় কেহ অন্নাভাবে ক্লেশ পায় না। যে যেমন মানুষ তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম কার্য্য অনায়াসেই মিলে, ও তদুপলক্ষে তাহাদের দিনপাত করিতে কোন দুঃখ হয় না। বিশেষতঃ আমি এক জন মেষপালকের মুখে শুনিয়াছি তথায় বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ভাল রূপে হয়, পরে সুচারু রূপে শিখিলে তাহাদের ভাল ২ পদও হয়"।

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কলিকাতা না অনেক দূর শুনিয়াছি? তুমি কি তথায় যাইবার পথ জান"? গোপাল উত্তর করিল, "এমন দূর কি,—ত্রিশ বত্রিশ ক্রোশ পথ হইবেক। চারি পাঁচ দিনে অল্পে ২ অনায়াসেই যাওয়া যায়। তথাকার পথ ঘাট নাই বা জানিলাম, কত লোক যাইতেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ২ আমরা ক্রমাগত চলিয়া যাইব, এবং

রাত্রিকালে বিশ্রাম করিবার এবং নিদ্রা যাইবার জন্য, কাহারও আশ্রয়ে বা পান্থশালায় অবস্থিতি করিব। কিন্তু শঙ্কা এই যে আমরা একান্ত নিঃসম্বল; পাছে কাহারো নিকট ভিক্ষা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে বড় লজ্জার বিষয়। মনেং এই স্থির করিয়াছি, পথে ২ কাহারো কিছু কর্ম্ম কাজ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে যাহা পাইব তাহার অবলম্বনে দিনপাত করিতে২ গমন করিব"।

গোপালের কথা শুনিয়া কামিনী কহিতে লাগিল "দাদা! তুমি বালককালাবধি কখন ত কোন কর্ম্ম করিতে শিখ নাই, এখন সহসা তুমি কি কর্ম্ম করিতে পারিবে?" গোপাল কহিল "কেন আমিত বাটীতে প্রতিদিন গরুর গোয়াল মার্জনা করিয়া থাকি, হাট বাজার করিতে জানি, গান করিতে পারি, এবং বাবা যেমন করিয়া লোকের ঘর ছান, তাহাও দেখিয়াছি, বোধ হয় চেষ্টা করিলে তাহাও এক প্রকার করিতে পারিব"।

এই রূপে তাহারা দুই ভ্রাতৃ ভগিনীতে বিদেশ যাইবার পরামর্শ করিতেছে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন তাহারা ইতস্ততঃ হইতে গরু বাছুর সকল চালাইয়া আনিয়া সর্ব্ব শুদ্ধ গৃহে উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে সকলে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে, এমত সময়ে গোপাল পিতা মাতার সম্মুখে নিবেদন করিল, "এই দেখ বাবা! এই দেখ মা! আজি আমরা দুই ভাইবোনে গরু চরাইতে ২ এক পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়াছি। আমি কামিনীকে কহিলাম, কামিনি! এক কথা বলি শুন, আমাদিগের গৃহেতে নিষ্কর্ম্মা হইয়া এই রূপে বাস করা আর ভাল দেখায় না, আমাদের পিতা মাতা বৃদ্ধ বৃদ্ধা হইয়াছেন, আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে তাঁহাদের বড় ক্লেশ হইতেছে; অতএব চল কলিকাতায় গিয়া কোন প্রকার উপার্জনের পন্থা শিখিয়া তাঁহাদের সাহায্য করণের চেষ্টা করা যাউক। কামিনী আমার এইরূপ মতে

বিলক্ষণ সম্মত আছে। এক্ষণে আপনারা অনুমতি করিলে রাত্রি প্রভাতে আমরা দুই ভাই বোনে কলিকাতায় গমন করি।

নিতাই ঘোষ গোপালের কথা শুনিয়া সাতিশয় খেদ প্রকাশ করত কহিতে লাগিল, "বাছা গোপাল!" তোর কথা শুনিয়া যে আমার হৃৎকম্প হইতেছে। হাঁরে! তোরাও কি আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতে চাহিস? তোরদের বড় ভাইয়েরা ও ভগিনীরা বাটীহইতে গেলে পর আমরা যে কেবল তোরদের দুই ভাই বোনের মুখ চাহিয়াই সংসার ধর্ম্ম করিতেছিলাম। এখন তোরা আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে ত আমাদের এখানে বাস করা কঠিন হইবেক। গোপালের মা তৎকালে ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিয়া উঠিল, "কি বলিলে বাবা গোপাল! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে, আবার কামিনীকেও সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইবে; তবে আর কাহাকে লইয়া আমাদের সংসার ধর্ম্ম! এবং কি জন্যই ম্ন

এত ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে থাকা! বিধাতার মনে কি এই ছিল যে,, আমাকে আট সন্তানের মা করিয়া আমার নিকট মা বলিতে একটি সন্তানও গৃহে রাখিবেন না"!।

এই বলিয়া গোপালের মাতা ক্রন্দন করিতে২ কামিনীকে ক্রোড়ে করিয়া এবং বার২ তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিতে লাগিল, "হাঁরে মা কামিনি! তুমি কি তোমার দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাও? তুমি এবং তোমার দাদা দুইজনে গেলে আমাকে মা বলিয়া কে ডাকিবে বল দেখি। তোমার দাদা বেটা ছেলে, এজন্য কলিকাতায় গিয়া কর্ম্ম কাজ শিখিতে এবং দুপণ উপার্জন করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তুমি বাছা মেয়ে হইয়া কেমন করিয়া বিদেশ যাইতে চাহিলে বল দেখি। তোমাকেত আমি কখন তোমার দাদার সঙ্গে যাইতে দিব না। ইহাতে বাছা তুমি আমাকে ভালই বল আর মন্দই বল"।

কামিনী অতি বিনয়পূর্ব্বক কহিতে লাগিল

"মা! আমরা তোমাদের দুঃখে নিতান্ত দুঃখী হইয়া বিদেশ গিয়া কোন উপায়ের পথ দেখিতে চাহিতেছি, সংসার নির্ব্বাহ ভালরূপে চলিলে তবে আমরা যাইতে চাহিব কেন বল দেখি"। দাদা ত ভাল বলিয়াছিলেন যে "এত দিন যেন আমরা ছেলে মানুষ অক্রবাণ ছিলাম, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিষয়ে আমাদের কোন বিশেষ উদ্বোধ হইত না; এখন ত আমরা স্বচক্ষে দেখিতে এবং মনে ২ বুঝিতে পারিতেছি; এক্ষণে আর বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ভারগ্রস্ত করিয়া এত ক্লেশ দিবার তাৎপর্য্য কি?" বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি মা! তোমরা কায়ক্লেশে এতদিন পর্যন্ত আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিলে, এখন যদি আমরা তোমাদের সাহায্য করিতে চেষ্টা না করি, তবে যে লোকে আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলিবে। তখন ২ দাদাতে আমাতে সেট বাবুদের পাঠশালায় গিয়া শুনিতাম, গুরুমহাশয় পড়ুয়াদিগকে উপদেশ দিতেন যে "পরম হিতকারী পিতা

মাতার অসময়ে যে সন্তান হইতে কোন উপকার না দর্শে, সে অতি নরাধম, পশুর সহিত তাহার কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই”। অতএব মা! তোমরা এখন এইরূপ শোক সম্বরণ করিয়া আমাদের দেশান্তর গমনে ও তোমাদের ভবিষ্যতে কোন সাহায্য করণে উৎসাহ প্রদান কর। তোমাদের মনঃক্ষোভ দেখিলে আমাদের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পড়ে”।

এইরূপে প্রস্থান বিষয়ের প্রস্তাবে তাহাদের পিতা মাতা যত২ আপত্তি উপস্থিত করিল, গোপাল ও কামিনী ততই উক্তরূপ নীতি ঘটিত প্রবোধ বাক্যদ্বারা খণ্ডন এবং প্রস্থান করণের মত দৃঢ় করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহাদের বৃদ্ধ পিতামহী ও পিসী সকল এবং পিস্তুতা ভগিনীরা ভূয়োভূয়ঃ তাহাদিগকে বিদেশ যাত্রায় নিষেধ সূচক অনেক২ কথা কহিয়া উপদেশ দিতে লাগিল, কিন্তু গোপাল ও কামিনী তত্তাবতের যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাদিগকে নিরুত্তর ও তুষ্ট করিতে ত্রুটি করিল না। এইরূপে

গোপাল ও কামিনী সেই যামিনীযোগে আপন জনক জননী ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে সম্মত করিয়া শয়ন করিতে গমন করিল।

দেখিলে বাছা শ্রীদত্ত! গোপাল ও কামিনীর কত দূর বিবেচনা এবং কি পর্য্যন্ত সাহস! যাহার সদ্বিবেচনা সাহস প্রভৃতি গুণ না থাকে তাহার জন্মই নিরর্থক। সাহস না থাকিলে মনের মহত্ত্ব কদাচ জন্মে না। আর তাদৃশ মহত্ত্ব ব্যতিরেকে লোকে কখন সমুন্নতি প্রাপ্ত হয় না। হিতোপদেশে কহিয়াছেন, "লক্ষ্মী সাহসহীন পুরুষকে সেবা করিতে কখন ইচ্ছা করেন না"। আরো কহিয়াছেন, "আলস্য, স্ত্রৈণভাব, চিররোগ, জন্মভূমিতে বাৎসল্য, তন্দ্রা, এবং অতি ভীরুস্বভাব এই ছয়টি মহত্ত্বের ব্যাঘাত স্বরূপ"। বাছা শ্রীদত্ত! তুমি যে জন্মভূমি ছাড়িতে চাহিতেছ না, ইহাতে তোমার মহা-মহিম হইবার নিতান্ত ব্যাঘাত সম্ভাবনা দেখি-তেছি। বিশেষতঃ বিষয়ী লোকেরদের সাহস ও উদ্যোগ এবং উৎসাহ না থাকা বড় অল-

ক্ষণ। বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশে উদ্যোগীর বিষয়ে লিখিয়াছেন যে "লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষকে সেবা করিবার জন্য স্বয়ং তাহার নিকট উপাগত হন। বিধাতা দিবেন বলিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা কেবল কাপুরুষের কর্ম্ম। অতএব কেবল বিধাতার উপরি নির্ভর না করিয়া উন্নতির জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিলে অবশ্যই অভীষ্ট লাভ হয়, প্রযত্ন করিলে যদি ইষ্টসিদ্ধি না হয় তাহাতে কোন দোষ নাই"।

অতএব বাপু শ্রীদত্ত! যদি তুমি সমুন্নতি প্রাপ্তির বাসনা কর তাহা হইলে সাহসী ও উৎসাহী এবং প্রযত্নবান্ হও, নচেৎ তোমার মহামহিমশালী হইয়া সুপ্রসিদ্ধ হওয়া অতি দুর্ঘট হইবেক। ফলে এ সকল গুণ না থাকিলে তদাশা করাও বৃথা। যাহা হউক বাপু! এখন গোপাল কামিনীর অনন্তর কথা কহিতেছি শ্রবণ কর।

রজনী প্রভাত হইলে, নিত্যানন্দ ঘোষ ও তাহার পরিবার সকল গাত্রোত্থান করিল। তখন তাহারা নিরানন্দে এমনি নিমগ্ন ও বিমর্ষ, যে কেহ কাহার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ না করিয়া, অনবরত নয়ন জলধারাতে কেবল আপনাদের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিল। নিতাই ঘোষ মনের ব্যাকুলতায় একেবারে বাহির বাটীতে গিয়া অধোবদনে এক প্রান্তে বসিয়া ভূমিতে অঙ্ক পাড়িতে এবং মধ্যে ২ এক ২ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকসূচক আঃ! উঃ! কি হইল! কোথায় যাইব! এই প্রকার শব্দে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষণকাল গৌণে তাহার মা পঞ্চাবুড়ী এক চরকা লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল, এবং সূতা কাটিতে ২ ফুঁপাইয়া ২ কান্দিতে লাগিল। আর এক ২ বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া এই কথা বলিতে লাগিল, "আঃ! এ অভাগিনীর মরণও হয় না, যে এ একেবারে

এসব জ্বালা যন্ত্রণা হইতে এড়ায়”। ওদিকে বাটীর ভিতর গোপালের মা ছেলেটি ও মেয়েটিকে দিন কাটানের মত ভোজনাদি করাইয়া প্রস্তুত করিল, এবং দিনৈক দুদিনের উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য একখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির সঙ্গে একটি পোটলী করিয়া দিল। তখন গোপাল মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া পিসী ও পিসতুতা ভগিনীদিগের নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় লইয়া প্রস্থানে উন্মুখ হইলে পর, কামিনী সজলনয়নে দুহাত দিয়া মায়ের গলাটি ধরিয়া গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিল, “মা! তুমি আমাদের জন্য কিছু ভাবনা করিও না, আমরা অবিলম্বে ফিরিয়া আসিব”। এইরূপে একে২ পিসী প্রভৃতিদের নিকটে হইতেও বিদায় লইল।

অনন্তর গোপাল ও কামিনী জননী প্রভৃতির সকলের সঙ্গে বাহিরে আগমন করিল, এবং দুই ভাই বোনেতে গিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিল। নিতাই ঘোষ তখন সাতিশয় শোকা-

বেগে জড়প্রায় হইয়াছিল, একারণ তাহাদিগকে কিছু বলিয়া কহিয়া দিতেও সমর্থ হইল না; কেবল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া প্রবাহিত নয়নবারিতে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিল। গোপাল ও কামিনী পিতাকে অনেক প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বধির-প্রায়া বৃদ্ধা পিতামহীর নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "ঠাকুর মা! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন ত্বরায় কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তোমাদের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হই"।

নাতি ও নাতিনীর বাক্য সকল পক্কাবুড়ার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, সে তৎক্ষণাৎ তাহা-দিগকে কোলে বসাইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "দেখ বাছা সকল! তোমরা যে জন্য বিদেশে চলিলে, তাহার ভাল উপায় যাহাতে হয়, তাহার সদুপদেশ কহিয়া দি শুন। এই যে পৃথিবী ইহা মনুষ্যের পরীক্ষার স্থল, ইহাতে তোমরা অতি সাবধানে থাকিবে। আপনাদের

মনকে ধৈর্য্যযুক্ত সাহসে দৃঢ় করিবে। পরমেশ্বরে আস্থা করিবে। ধর্ম্ম পথের পথিক হইবে। বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ভুলিবে না। কেবল সত্য বাক্য কহিবে, এবং কাহারো সহিত কাপট্য ব্যবহার না করিয়া সদা সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিবে না। ইহা করিলে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হইবে। এসকল নিয়মের অনুগামী হইয়া চলিলে যাবজ্জীবন সুখে থাকিবে। দেখিও বুড়ী বলিয়া আমার কথা অবহেলা করিও না। আমার এই উপদেশ অনুসারে চলিলে ইহাতে কত উপকার হইবে পরে দেখিতে পাইবে। আমি ত আজি বৈ কালি মরিতে বসিয়াছি। তোমাদের মঙ্গল আপন চোকে দেখিয়া যাইব এমন আশা নাই"। এই সকল উপদেশ দানান্তে পঞ্চা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং কহিল, "বাছা সকল! তবে আইস, আর বিলম্ব করিও না"। এইরূপে গোপাল এবং কামিনী, জনক জননী ও জনকজননী প্রভৃতি সকলকে প্রণাম করিয়া ও তাঁ-

হাদের নিকটহইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করিল।

তখন নিতাই ঘোষের এমন ক্ষমতা হইল না যে গোপাল কামিনীকে কিঞ্চিৎ পথ খরচ বলিয়া দেয়। ইহাতে তাহার মনেও সাতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে গোপাল ও কামিনী একটি শুক পক্ষী পোষিয়াছিল, প্রস্থান কালীন তাহারা কেবল সেই পিঞ্জরস্থ পক্ষীটি মাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া বহির্গত হইল। পরে নিতাই ঘোষেরা স্ত্রী পুরুষে দিন দুই তিন কাল শোক সন্তাপ এবং নানা প্রকার ভাবনা চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত হইল। সংসার নির্ব্বাহ করণের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত শোক করিয়া বসিয়া থাকিতে গেলে তাহারদের চলিবে কেন? সুতরাং কাজে কাজেই তাহাদিগকে মনে প্রবোধ দিয়া ক্ষান্ত হইতে হইল। ফলে তাহাদের মনের কিছু দৃঢ়তা ছিল; তাহা নহিলে সহসা তেমন দুঃখ সংবরণ করা কাহারো সাধ্য হয় না।

প্রথম দিন.

গোপাল কাপড় চোপড়ের বোচ্কা টি আপনার কাঁধে এবং পিঞ্জরস্থ শুকপাখী টি হাতে ঝুলাইয়া লইল এবং ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া প্রফুল্ল বদনে পথ চলিতে লাগিল। মধ্যে২ কামিনী দাদার হাতে বেদনা বোধ হইবে বলিয়া এক২ বার গোপালের হাত থেকে খাঁচা টা লইয়া সহায়তা করিতে লাগিল। ক্রোশ দুই তিন পথ চলা হইয়াছে না ও হইয়াছে এমত সময়ে কামিনী কহিল, "দাদা! আমার পা বড় বেদনা করিতেছে, আমি আর চলিতে পারি না", গোপাল কহিল, "কামিনি! বল কি? এ যে বড় দুর্গম পথ! এখানে অতিশয় দস্যু ভয় আছে শুনিয়াছি। রাজপথের দুই পার্শ্বে যে মাঠ দেখিতেছ ইহাকে গাড়ুচোরার মাঠ কহে। ইহা অতি ভয়ঙ্কর স্থান, কখনত অধিক চলা অভ্যাস নাই, ক্লেশ হইতেই পারে, করিবে কি? এ পাঁচ ক্রোশী পথ মধ্যে নিকটে কাহারো আশ্রয়, কি কোন দোকান, কিংবা কোন শব্দাই দেখিতে পাইতেছি না, উপায় কি বল

দেখি?। পথিকেরা কহিতেছে, আর ক্রোশ খানিক না গেলে বাদকুল্লা গ্রামের শরাই যাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সম্মুখে রাস্তার ধারে যে পুকুর দেখা যাইতেছে, চল আমরা ওখানে গিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া অল্পে২ বাদকুল্লার চটীতে যাই। সেখানে গিয়া আজি নয় থাকাই যাইবেক, কালি তখন প্রাতে উঠিয়া যাইব"।

কামিনী অগত্যা গোপালের পরামর্শে সম্মত হইলে পর, উভয়ে সেই পুকুরে নামিয়া হস্ত পাদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শ্রান্তি দূর করিল। পরে তথাহইতে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে২ বাদকুল্লার পান্থশালায় গিয়া উপস্থিত হইল, এবং আপনারা যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহা আহার করিয়া তথায় সেই রাত্রি টি যাপন করিল। দৈবাৎ সে দিন সেই শরাইতে কতকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উহাদের শুকপক্ষীর বাক্পটুতা শুনিয়া এবং তাহাদিগকে সরল ও সাধুস্বভাব

দেখিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক কিছু২ পয়সা এবং আহারাদির ও যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রী দিয়াছিলেন। গোপাল ও কামিনী সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া পরদিনের জন্য কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল।

দ্বিতীয় দিন.

পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গোপাল ও কামিনী পুনর্ব্বার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব দিন কামিনীর পায়ে ব্যথা হইয়াছিল, একারণ সে দিন আর সে অধিক পথ চলিতে পারিল না। দেড় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত তাহাদের দুই ক্রোশ পথ বই চলা হয় নাই। আর ক্রোশ দুই পথ গেলে পর রাণা-ঘাটের শরাই পঁহুছান যাইত, তাহা না হইয়া তাহাদিগকে সে বেলা উলার চটিতেই থাকিতে হইল। তাহারা দুজনে পরামর্শ করিল, "এই রাজ পথহইতে দক্ষিণে অনতিদূরে যে উলা নামক গ্রাম খানি দেখা যাইতেছে, চল আমরা ঐ গ্রামের চটীতে গিয়া এবেলা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করি, বৈকালে তখন রাণা-ঘাটের শরাইতে যাওয়া যাইবেক," এই

বলিয়া তাহারা পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল, এবং অনতিবিলম্বেই সেই গ্রামের শরাইতে উত্তীর্ণ হইল। সে দিন আর তাহারা কাহারো নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত হয় নাই। তথাকার লোকেরা না তাহাদের অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইল, না তাহাদের নিকটস্থ শুকপক্ষীর সম্ভাষণশ্রবণে সন্তুষ্ট হইল; সুতরাং কোন অংশে আর তাহাদের কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনাই হইল না। গোপাল ও কামিনী তথায় স্নান করিয়া আপনাদের নিকটে যাহা ছিল আপাততঃ তাহাই ভোজন করিল।

বেলা পড়িলে পর, তাহারা রাণাঘাটের চটিতে গিয়া থাকিবার জন্য তথাহইতে প্রস্থান করিল। পথে যাইতে২ কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! আমাদের সঙ্গে যে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে তাহাতে ত আমাদের দুজনের এবেলা ভালরূপে চলিবে না, উপায় কি করা যায় বল দেখি;" গোপাল উত্তর করিল, "কামিনি! তুমি উদ্বিগ্ন হইও না,

আমাদের স্থানে ত যৎকিঞ্চিৎ রহিয়াছে; আর কি কোনরূপে কিছু যুটাইতে পারিব না? চেষ্টার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। একান্ত কিছু না হয়, দুই চারিটা গান গাইলেও কিছু পাইতে পারিব"। এইরূপে পরামর্শ করিতে২ তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাণাঘাটের পান্থশালায় যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং আপাততঃ মুখ হাত পা প্রক্ষালন করিয়া আপনাদের নিকটে যাহা কিছু ছিল তাহা জলযোগ করিল।

খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর কামিনী কহিল "দাদা! কৈ তুমি আমাদের এবেলার আহারাদির বিষয়ে কি চেষ্টা করিবে, তাহা করিলে না?" গোপাল কহিল "আমি যে প্রকার করিব কহিয়াছিলাম, তাহাতে যে লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব, এবিষয়ে বড় ভরসা হইতেছে না। কারণ একেত আমি পথশ্রান্ত আছি, অদ্য বিশিষ্টরূপে আহারাদিও হয় নাই। মধ্যে কোন বাদ্য যন্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিতে বিস্মৃত হইয়াছি। যন্ত্রের সঙ্গত ব্যতি-

রেকে তান লয় শুদ্ধি হওয়া দুর্ঘট। তাহা নহিলেও গান করিয়া সুখ নাই, এবং তাহা শুনিলেও কাহারো সন্তোষ হয় এমন বোধ হয় না। যাহা হউক, এই বলিয়া আমার ক্ষান্ত থাকা হইবেক না, গান ত করা যাউক, দেখি বিধাতা কি করেন"। এই বলিয়া গোপাল সেই পান্থ ঘরে বসিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। গোপালের তাহাতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই বটে, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ তাহার গানে কাহারো মনস্তুষ্টি হইল না।

উপস্থিত লোকদিগের গান শ্রবণে অনুরাগ প্রকাশ দেখিতে না পাইয়া গোপাল কামিনীকে কহিল, "কামিনি! দেখিতেছি কেহ আমার গান ত মন দিয়া শুনিতেছে না, শুনিবেই বা কি? যন্ত্রাভাবে এ গান ভালও লাগিতেছে না। লোককে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে ত কেহ কিছুই দিবে না। বিশেষতঃ আমি এইরূপ গানে যে লোকের চিত্ত লোল করিব তাহার আশাও নাই। অতএব এমত কর্ম্মে পণ্ডশ্রম

করায় কোন আবশ্যক নাই। অন্য প্রকার কোন উপযুক্ত কর্ম্ম কার্য্য করিলে যদি কিঞ্চিৎ মিলাইতে পারি, তাহারি চেষ্টা দেখা যাউক"। এই কথা বলিয়া সে মনে২ ভাবিতে লাগিল যে, আপাততঃ এখানে এমন কি কর্ম্ম আছে যে তাহা করিলে লোকে আমাদিগকে কিছু বেতন দিতে পারে, গ্রামের ভিতর হইলেও বরং সম্ভব হইত; অতএব তথায় গিয়া কোন চেষ্টা দেখা যাউক। মনে২ এই যুক্তি স্থির করিয়া সে কামিনীকে কহিল, "কামিনি! আমি শুনিয়াছি এই রাণাঘাটে কয়েক জন ধনবান্ ব্যক্তি আছেন। চলনা কেন আমরা তাঁহাদের বাটীতে যাই, এবং যদি কোন কর্ম্ম করিতে পাই তাহার সন্ধান করি"। কামিনী গোপালের এই কথা শুনিয়া তখনি সম্মত হইল।

বাছা শ্রীদত্ত! গোপাল ও কামিনী এমন ক্লেশে পড়িয়াও কাহারো নিকট যাচ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। কারণ যাচ্ঞা করাতে তাহাদের একান্ত হেয়জ্ঞান ছিল। না হইবে কেন,

যাহাদের তেজঃ এবং মনের মহত্ত্ব থাকে তাহাদের কদাচ এ নীচ প্রবৃত্তি হয় না। শান্তি শতকে শিহ্লন মিশ্র এক মৃগকে উপলক্ষ করিয়া যাচ্ঞার কিপর্যন্ত নিন্দা না করিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত শ্লোকার্থ এই যে, "রে কুরঙ্গ! তুই কোথায় কোন তপস্যা করিয়াছিলি বল দেখি যে, তৎপ্রভাবে তোকে যাচ্ঞা করিতে গিয়া কোন ধনীর বাঁকা মুখ দেখিতে হইতেছে না, এবং ক্ষুধা হইলে স্বভাবজাত তৃণাদি খাইয়া, এবং তৃষ্ণা পাইলে নদী নালা প্রভৃতির জল পান করিয়া পরম সুখে কাল হরণ করিতেছিস"। ফলে বাছা! যাচ্ঞা করিতে গেলে যাচকের আর কোন পদার্থই থাকে না। এবিষয়েও উক্ত মিশ্র লিখিয়াছেন "যে যাচকের মহত্ত্ব যায়, গর্ব্ব যায় এবং গুণরাশি সকল এককালে হীন হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ যাচ্ঞা তাহার মানকে ম্লান করিবার মসী স্বরূপ হয়"। আর এক দিন আমাদের বাটীতে একটি পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তিনিও কথায়২

যাচ্ঞার বিষয়ে একটি শ্লোক পড়িলেন। তাহার অর্থ এই যে "মানাপমান-বোধ শালী ব্যক্তির যাচ্ঞা করিবার সময়ে, তাহার বাক্য ও প্রাণের মধ্যে কে আগে বাহির হইবে এ-বিষয়ে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়"।

অনন্তর গোপাল ও কামিনী তথাকার চটি হইতে উঠিয়া সেই গ্রামস্থ বাবুদের বাটী গিয়া উপস্থিত হইল এবং কয়েক জন ভৃত্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল "ওহে ভাই সকল! আমরা দুটি ভাই ভগিনী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাবুদের এখানে আইলাম। যদি এ বাবুদের বাটীতে আমাদের যোগ্য কোন কাজ কর্ম্ম করিতে থাকে বল, আমরা আগে করি, পশ্চাৎ আমাদিগকে ভোজন করাইয়া আজিকার রাত্রি থাকিবার জন্য একটু স্থান দিও"। চাকরেরা গোপালের বিনয় বাক্যে বশীভূত হইয়া সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগে তাহাদের উভয়কে কিঞ্চিৎ জল-যোগ করাইল। তৎপরে তাহাদের এক জন

কহিল "হে দেখ। আমাদের এখানে মধ্যাহ্ন-কালে কতক গুলি অতিথি আসিয়াছিলেন. তাঁহাদের রন্ধন ও আহারাদি করাতে অতিথিশালার ঘরখানি অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগকে নানা ঝঞ্ঝাটে ফিরিতে হয় বলিয়া বৈকালে তাহা মার্জ্জন করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এবেলায় আবার কতক গুলি অতিথি আসিয়াছেন এবং আহারাদিও করিবেন। স্থানটি অপরিষ্কৃত বলিয়াই তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন এতক্ষণ পর্য্যন্ত হয় নাই। কর্ত্তা মহাশয় তাঁহাদের জন্য সাতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন, এবং আমাকে কহিলেন যে অতিথি সেবার ভাল২ দ্রব্য সামগ্রী বাজার হইতে কিনিয়া আন। অতএব কখন বা সেই গৃহ মার্জ্জনা করি এবং কখনইবা বাজারে যাই। আমার মরিবারও একটু অবকাশ নাই। সে যাহাহউক, এখন তোমরা উভয়ে মিলিয়া যদি সেই ঘরখানি শীঘ্র২ পরিষ্কার করিয়া দেও, তাহা হইলে আমি কর্ত্তাকে বলিয়া তোমাদিগকে যাইবার সময়ে যৎ-

কিঞ্চিৎ পাথেয় দেওয়াইব"। এই বলিয়া সে তাহাদিগকে সেই ঘর দেখাইয়া চলিয়া গেল। গোপাল ও কামিনী মনের মত জানা কর্ম্মটি করিতে পাইয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইল এবং রীতিমত তাহা পরিষ্কৃত করিয়া রাখিল।

ক্ষণৈককাল বিলম্বে সেই বাবুর চাকর বাজার হইতে ফিরিয়া আইল, এবং অতিথি শালা পরিষ্কৃত দেখিয়া গোপাল ও কামিনীর উপরি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। পরে উপস্থিত অতিথিদিগের আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিয়া তাহাদের দুটি ভাই ভগিনীকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইল এবং কহিল "যাও, এখন তোমরা এই দালানে গিয়া শয়ন করিয়া থাক"। এই বলিয়া তাহাদিগকে শয়নের স্থান দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে গোপাল কামিনীর তথায় পরম সুখে সেই রজনী প্রভাত হইল। প্রত্যুষে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলে পর, সেই চাকরটি বাটীর ভিতর গিয়া কর্ত্তার

নিকট থেকে একটি আধুলি আনিয়া তাহা-দিগকে প্রদান করিল।

গোপাল ও কামিনীর বয়সের মধ্যে কখন এত উপার্জন করা হয় নাই, এখন তাহারা এক উদ্য-মে আট আনা হাতে পাইয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময়ে গোপাল কামিনীকে কহিল “ ভগিনি কামিনি! দেখিলে, কাজ কর্ম্ম করিতে শিখার কত গুণ! যাহাহউক ঈশ্বরের ইচ্ছায় আট আনা হাত লাগিল, দিন কতকের দায়ে নিশ্চিন্ত হইলাম; এখন তুমি ইহা লইয়া রাখ; সহজে ইহা খরচ করা হইবে না। কি জানি, যদি দৈবাৎ কখন ইহা হইতেও অধিক বিপদে পড়িতে হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক। তো-মার কি মনে নাই, কামিনি! আমরা পাঠশা-লাতে গুরু মহাশয়ের মুখে শুনিতাম, তিনি পড়ুয়াদিগকে চাণক্যের শ্লোক পড়াইবার সময়ে একটার অর্থ বলিতেন যে “ ভাবি বিপদের জন্য কিঞ্চিৎ ২ ধন সঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য”। ঐই

সকল কথা বলিতে২ এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তা করিতে২ গোপাল কামিনী রাণাঘাট হইতে প্রহর দুই আড়াই বেলার সময়ে গোঁড়পাড়া গ্রামের চটীতে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেখানেই স্নান ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিল।

এক উদ্যমে পাঁচ ক্রোশ চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা সেই দিন বৈকাল বেলায় আর তথাহইতে যাইতে পারিল না; রাত্রিকাল তাহাদিগকে সেখানেই যাপন করিতে হইল।

তদ্দিবসে তাহাদের মনে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি ছিল, একারণ তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই শুকপাখীটি লইয়া তাহাকে পড়াইতে২ ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে সে দিন পক্ষীটাও এমনি মনোহর বুলি বলিতে লাগিল, যে তচ্ছ্রবণে দোকানী, পসারী, এবং পান্থগণ, সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কিছু২ পয়সা দেয়। এইরূপে সেই দিন সন্ধ্যা বেলায়ও তাহাদের আনা আষ্টেক পয়সা লাভ হইল। পরে রাত্রি

উপস্থিত হইলে তাহারা দুজনে ঐ চটিতেই আ-
হারাদি করিয়া শুইয়া রহিল।

তৃতীয় দিন. পর দিন প্রাতঃকালে গোপাল ও কামিনী উঠিয়া তথাহইতে বাঁকুই গ্রামের আড্ডায় গিয়া উত্তীর্ণ হইল। সে দিন ক্রোশ চারি পথ চলিয়া তাহাদের বড় পরিশ্রম হয় নাই, এবং তাহাদের মনটাও প্রসন্ন আছে, সুতরাং তাহারা সেখানে আহারাদি করিয়া বিকাল বেলায় সেই পাখী লইয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। গ্রামস্থ লোকেরা পাখীটির গুণ দেখিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ২ প্রদান করিলেন। এইরূপে গোপাল ও কামিনী তদ্দিবস দশ দ্বাদশ আনা উপার্জন করিয়া বাঁকুই গ্রামের এক দোকানেই অবস্থিতি করে।

চতুর্থ দিন. পর দিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহারা দুই ভাই ভগিনীতে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল, এবং চারি ছয় দণ্ড বেলার সময়ে জাঙ্গুলিয়ার এক গৃহস্থের বাটীতে গিয়া জল খাইতে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের অনুরোধে স্নান ও

ভোজনাদি সেখানেই সমাধান করে। পরে এক প্রহর দশ দণ্ড বেলা থাকিতে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া চলিতে২ যখন আমডেঙ্গার চটিতে গিয়া উপস্থিত হইল তখন ঠিক সন্ধ্যাকাল। ঐ দিন তাহারা সকালে ও বিকালে অধিক পথ চলিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। একারণ রন্ধনাদি করিতে আর সমর্থ হইল না, কেবল জলযোগমাত্র সার করিয়া রজনী প্রভাত করিল।

পঞ্চম দিন. সূর্য্য উদয় হইল, গোপাল ও কামিনী আমডেঙ্গার চটিহইতে প্রস্থান করিল। প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু সে দিন তাহাদের যেমন পায়ে বেদনা তেমনি ক্ষুধা, দুই বাধাই সমান হইয়াছিল। সুতরাং বারাসতের পান্থশালা যাইতে তিন ক্রোশ পথ চলাও তাহাদের সুকঠিন হইয়া উঠিল। যখন বেলা এগারটা হইয়াছে, তখন তাহারা অতি কষ্টে বারাসতের চটি যাইয়া উপস্থিত হয়। তাহারা তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় এমনি কাতর, যে তাহাদের মুখ দিয়া বাঙ্নিষ্পত্তি হওয়াও দুষ্কর হইয়াছিল। করে কি! আপাততঃ এক দোকানহইতে

কিছু জলপান ক্রয় করিয়া জলযোগ করিল। পশ্চাৎ স্নানাদি করিয়া ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা শেষহইতে বেলা নিতান্ত অবসান হইল। পথ শ্রান্তিতে একান্ত ক্লান্ত ছিল বলিয়া সে দিন আর তাহারা তথা-হইতে উঠিতে চাহিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোপাল ও কামিনী শুকপাখীটিকে হাতে করিয়া ইত-স্ততঃ বেড়াইতে ও তাহাকে পড়াইতে লাগিল। শুকের আশ্চর্য্য বাক্‌পটুতায় দোকানী, পসারী, পথিক এবং গ্রামবাসীদিগের কাহারো২ নিকট-হইতে তাহাদের কিঞ্চিৎ২ প্রাপ্তিরও ত্রুটি হইল না।

রাত্রি দুই চারি দণ্ড হইলে পর গোপাল ও কামিনী আবার সেই চটিতেই ফিরিয়া আসিয়া এবং যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদিগকে লোকের-দের নিকটহইতে কিছু২ পাইতে দেখিয়া কোন দুষ্ট লোক মনে করিয়া থাকিবেক, যে এই দুইটি বালক বালিকার নিকট অবশ্য

কিছু না কিছু অর্থ আছে, তাহারা সংশয় নাই। সেই দুরাত্মা এই প্রকার বিবেচনা করিয়া গোপাল ও কামিনীকে শয়িত ও অনতিবিলম্বে নিদ্রিত দেখিয়া তাহাদের সমীপস্থ প্রাপ্ত টাকা কড়ি প্রভৃতি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত যথা সর্ব্বস্ব চৌর্য্যদ্বারা হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া দেখে যে বস্ত্রাদির পোটলী ও টাকা কড়ি কিছুই নাই। ইহাতে তাহারা নিতান্ত খিদ্যমান হইয়া চৌকীদারকে ডাকিয়া কহিল, কিন্তু তাহাতে গোলমাল ব্যতীত কোন ফলই দর্শিল না। অবশেষে তাহাদিগকে যাহার পর নাই মনঃক্ষুণ্ণ ও নিরুপায় হইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিতে হইল।

ষষ্ঠ দিন.

এইরূপে অনর্থক চুরির গোলযোগ করিতে২ বারাসতের চটিতেই তাহাদের চারি ছয় দণ্ড বেলা হয়। পরে দুটি ভাই বোনে সেই শুকের পিঞ্জরটি লইয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করে। কামিনী, গোপালের মনঃ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ

দেখিয়া প্রবোধ দিবার ছলে তাহাকে কহিতে লাগিল, "দাদা! তুমি এবিষয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দুঃখ বোধ করিও না। মনে উদ্বেগ থাকিলে সাহসের ব্যাঘাত জন্মে। সাহস না হইলে উৎসাহ জন্মে না। উৎসাহ নহিলে কেহ কোন কর্ম্ম করিবার উদ্যম করিতে সমর্থ হয় না এবং বিনা উদ্যমে কদাচ কেহ শ্রীর মুখ সন্দর্শন করিবার যোগ্য হয় না। অতএব সকল অনর্থের মূল উদ্বেগকে আপনার মনঃহইতে দূর কর, এবং কি প্রকারে আপনাদের নির্ব্বাহ করিবে তাহার উপায় ভাবিতে থাক"।

গোপাল, কামিনীর কথা শুনিয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে কহিতে লাগিল, "কামিনি! আমি দ্রব্য নাশের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি না, যে তাহা-দ্বারা আমার সাহস, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতির কোন ব্যাঘাত জন্মিবেক। তবে আপাততঃ আমার মনে এই ভাবনা হইতেছে, খানিক গৌণেই দমদমায় পঁহুছিব; সেখানে গিয়া আহার আদির কি উপায় করি? কিছুমাত্র

সম্বল নাই, যে তদুপলক্ষে ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইতে পারা যায়। ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা থাকিতে কাহারো কোন কাজ কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করাই দুর্ঘট হইবেক। ফলে অগ্রে কিছু খাইয়া শ্রান্তি দূর না করিলে কিছুই হইবেক না। যাহা হউক চলাত যাউক, সে-খানে গিয়া যেমন২ ঘটনা হয় তাহাই হইবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিতে পারি। আমরা আ-সিবার সময়ে ত বাটীহইতে কিছুমাত্র পাথেয় আনি নাই, পথে পথেই উপার্জন হইয়াছিল পথে পথেই গিয়াছে। এখনও আবার সেই প্রকার নির্ব্বাহ হইবেক"।

এই সমস্ত কথোপকথন করিতে২ গোপাল ও কামিনী কিছু সত্বর হইয়া পথ চলিতে লা-গিল; এবং প্রহর দেড়েক বেলা হইতে না হইতে দমদমায় গিয়া উপস্থিত হইল। দিবস দুই তিন পূর্ব্বে তথাকার এক গৃহস্থের গৃহে অগ্নি লাগিয়া লোকের ঘর দ্বার হাট বাজার দোকান প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া কিছুই ছিল না।

তাহাকে লোকদিগকে বিনা আশ্রয়ে লালায়িত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সকলেরই এক সময়ে গৃহাদি প্রস্তুত করণের আবশ্যক হইয়াছিল। এজন্য সহসা লোক জন পাওয়া যাইবার যো ছিল না। যাহারা কিঞ্চিৎ বিষয়াপন্ন, তাহারা অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও দূরবর্ত্তী গ্রামান্তর হইতে লোক জন আনাইয়াছিল। যাহাদের তাদৃশ যোত্রাভাব, তাহারা এখানে সেখানে গাছতলায় বাগানে থাকিয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই প্রকার প্রয়োজনের সময়ে গোপাল ও কামিনী গিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং একজন মুদী যৎকিঞ্চিৎ দগ্ধাবশিষ্ট চাইল ডাইল প্রভৃতি সামগ্রী লইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া বিক্রয় করিতেছিল, তাহার নিকট যাইয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিল। মুদীর তখন ঘর দ্বার প্রস্তুত করণের নিতান্ত আবশ্যক, একারণ সে অন্য সকল কথা রাখিয়া গোপালকে “তুমি কি ঘর ছাইতে পার?” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

গোপাল কহিল "আমি কখন স্বহস্তে কাহারো ঘর ছাই নাই বটে, কিন্তু আমার পিতার ব্যবসায় এই। তাঁহার সঙ্গে২ থাকিয়া ইহাতে আমার দুষ্কর বোধ নাই; বোধ করি অন্য পাঁচ জনে যে প্রকার করিয়া থাকে আমার দ্বারাও প্রায়ঃ তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা"। মুদী গোপালের এই কথা শুনিয়া আগে তাহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক আহারাদি করাইল। পরে গোপালকে ঘর ছাইতে এবং কামিনীকে ঘর খানি লেপিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কৃত করিতে নিয়োগ করিল।

এই রূপে ক্রমাগত তিন চারি দিন তাহারা দুটি ভাই বোনে দুই বেলা পরিশ্রম করিয়া সেই কর্ম্ম সমাধা করিয়া তুলিল। মুদী তাহাদের কর্ম্ম কার্য্য পরিষ্কৃত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং তাহার বেতনস্বরূপ দুটি টাকা দিয়া বিদায় করিল। ইহা দেখিয়া আর এক জন দোকানী তাহাদিগকে আবার সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে পর, তাহারা অকপটে কায়িক পরিশ্রম

করিয়া সে কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া দিল। তাহা-
তে সে তাহাদিগকে শ্রমের যথার্থ বেতন এবং
এক২ যোড়া নূতন বস্ত্র পারিতোষিক দান
করে। তৎপরে দেখাদেখি আরো কয়েক জন
তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যায়, এবং ঐ রূপ
কর্ম্ম কাজ করাইয়া কিছু২ দেয়। এই রূপে
গোপাল ও কামিনী দমদমায় ক্রমাগত ১০।
১২ দিন থাকিয়া লোকেরদের কর্ম্ম কাজ করিয়া
আহারাদির ব্যয় ছাড়া ১৬ টাকার স্থিতি করে।

অনন্তর তাহারা উভয়ে পরামর্শ করিল যে,
আমাদেরত এখন কতক দিনের জন্য কিছু
সংগ্রহ করা হইল, চল এখন এখান থেকে কলি-
কাতায় যাই এবং সেখানে গিয়া উপায়ার্জ্জনের
চেষ্টা দেখি। এই রূপে পরামর্শ স্থির হইলে পর
তাহারা পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করি-
য়া সকাল২ স্নান ভোজন আদি সমাপন করিল।
পরে বিশ্রামাদি করিয়া যখন যাইতে উদ্যত
হইল; তখন বেলা প্রহর খানিকমাত্র রহিয়াছে।
একে বৈশাখ মাস, তাহাতে সে দিন মধ্যাহ্নকা-

লের পর এমনি নির্বাত হইয়া রহিয়াছিল যে অশ্বত্থ গাছের পাতাটি পর্য্যন্তও নড়িতে দেখা যাইতেছিল না। বিশেষতঃ সূর্য্যও এক প্রকার মেঘাচ্ছন্নের মত হইয়াছিল। রৌদ্র না থাকাতে গোপাল ও কামিনীর বোধ হইল, এখন পথ চলার বড় সুবিধা হইবে। এই বিবেচনা করিয়া তাহারা দমদমা হইতে কলিকাতার অভিমুখে যাইতে লাগিল। ক্রোশৈক পাঁচ পোয়া পথ গিয়াছে এমত সময়ে বায়ুকোণ হইতে এক খানা মেঘ উঠিয়া অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে দিঙ্মণ্ডলীকে তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়া ফেলিল। তখন পথিমধ্যে গোপাল ও কামিনী এমনি কুস্থানে আছে যে, তাহার কোন দিকে নিকটে জন মনুষ্যের বসবাস নাই, আর আধক্রোশ, তিনপোয়া পথ গেলে পর বেলগেছিয়ায় পঁহুছান যায়।

এ দিকে দেখিতে২ ঝড় উঠিল এবং চারিপাঁচ পলের মধ্যে রাজ পথের সমুদায় ধূলি উড়িয়া গগণমণ্ডলে ভূমণ্ডলের ন্যায় বোধ জন্মাইতে লাগিল। পরে ক্রমে২ যেমন ঝড়ের

বৃদ্ধি যেমনি মুষল ধারায় বৃষ্টিবর্ষণও হইতে আরম্ভ হইল। কেবল তাহাই হউক, তাহাও নয়, সঙ্গে২ এমনি ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, তাহার ক্লেশ সহ্য বড় সহজ ব্যাপার নহে। কামিনী এতাদৃশ আকস্মিক দৈব ঘটনা দেখিয়া এককালে হতজ্ঞান হইয়া গোপালকে কহিতে লাগিল "দাদা! এখন ত আমাদের প্রাণ যায়, উপায় কি করা যায় বল। যে প্রকার ঝড় ও জল এবং শিলাবৃষ্টি হইতেছে, ইহাতে এমন করিয়া খানিক পথ চলিতে গেলে প্রাণ বাঁচান ভার হইবে"। গোপাল কহিল, "ভগিনি! যাহা বলিলে সকলই যথার্থ, কিন্তু কি করিব, আপাততঃ ভাবিয়া পাইতেছি না। বাতাসের বেগে আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইতেছে, কথাটি কহি এমন ক্ষমতা হইতেছে না। যাই২! প্রাণ যায়! কামিনি! তুমি এখন আমার সঙ্গে শীঘ্র২ দৌড়াইতে থাক। দেখা যাউক, আগে কোন আশ্রয় পাওয়া যায় কি না"।

এই বলিতে ২ তাহারা দুই জন ঊর্দ্ধশ্বাসে পড়ে ত মরে এমনি করিয়া দৌড়িতে লাগিল। এই রূপে তাহারা ধাবমান হইয়া প্রায়ঃ এক পোয়া পথ গমন করিল, এবং সম্মুখে দেখিতে পাইল যে দ্রব্য সামগ্রী বোঝাই করা চারিখানা গরুর গাড়ি পথি মধ্যে সারি ২ রহিয়াছে, এবং শকটবানেরা তাহার গরুগুলা খুলিয়া লইয়া কোথায় কোন লোকালয়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। গোপাল ও কামিনী গাড়ি কয়েকখানা দেখিবামাত্র পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং আপনাদিগকে পুনর্জীবিতের ন্যায় বোধ করিল। আপাততঃ তাহারা সেই শকটের তলে গিয়া বসিল বটে, কিন্তু তখন বৃষ্টি ও ঝটিকাদিদ্বারা তাহাদের শরীর এক কালে অস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, সেই সময়ে তাহাদের তাদৃশ আশ্রয় ও অট্টালিকা হইতে উত্তম বোধ হইল। কামিনী সেই সময়ে গোপালকে কহিল, "দাদা! আসিবার সময়ে ঠাকুরমা না বলিয়া দিয়াছিলেন, যে "বিপদের

সময়ে পারমেশ্বরের নিকট এক মনে প্রার্থনা করিও” গোপাল কহিল, “সত্য বটে কামিনি! এমত সময়ে ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ। এস ২ এখন এক মনে একবার তাঁহাকে ডাকা যাউক। শুনিয়াছি তিনি দয়াময় এবং অন্তর্যামী; আমাদের মনের ভাব বুঝিয়া দয়া বিতরণে কদাচ ত্রুটি করিবেন না”। এই বলিয়া তাহারা দুই জন অমনি গলবদ্ধ বস্ত্রে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। আহা! তাহাদের কি তখন মুখ দিয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার যোগ্যতা ছিল? তখন শীতে তাহাদের এমনি কম্প উপস্থিত, যে তাহাদের দাঁতে ২ ঠেকিতেছে, এবং ভয়ে আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গিয়াছে; তথাপি তাহারা একাগ্রচিত্তে ও দৃঢ়ভক্তিযোগে তৎকরণে নিবৃত্ত হইল না।

অনন্তর দৈবগত্যা ঝড় ও বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে পর কামিনী গোপালকে কহিতে লাগিল “দাদা! বোধ হইতেছে ঝড়

বৃষ্টি এখন অবধিই ধরিয়া যাইতে আরম্ভ হইল। ঐ দেখ মেঘ সকল দূরে যাওয়াতে চারি দিক্ প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে, এক২ বার নিস্তেজ সূর্য্যমণ্ডলও দেখা যাইতেছে। আর বাতাসটাও সেপ্রকার গোলমেলিয়া বোধ হইতেছে না। অনুমান করি ক্ষণকাল গৌণে আর ইহার কিছুই থাকিবেক না। এখন চল এখান থেকে যাওয়া যাউক। আমার শরীর টা বড় অবসন্ন হইয়াছে, একটু না ঘুমাইলে আর এ শ্রান্তি ও ক্লেশ দূর হইবেক না। কোন লোকালয়ে আশ্রয় না পাইলে কোন প্রকারে শয়ন করা যাইবে না"। গোপাল, কামিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া "চল তবে যাওয়া যাউক" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, এবং পার্শ্বস্থিত শুকপক্ষীর পিঞ্জর টা লইতে গিয়া দেখিল যে, সে ঝড় বৃষ্টির প্রভাবে শীতার্ত্ত হইয়া ঠুক্২ করিয়া কাঁপিতেছে, এবং আর্দ্র পক্ষপুটে চঞ্চু প্রবেশিত করিয়া মুদ্রিত নয়নে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া গোপাল কামিনীকে কহিল,

"দেখ কামিনি! আমাদের আত্মারাম কেমন করিয়া রহিয়াছে! আহা! এই মহাক্লেশ আমাদের সহাই দুর্ঘট হইয়াছিল, ইহাত ক্ষীণজীবী পক্ষী। ইহা যে এ যাতনায় এতক্ষণ বাঁচিয়া রহিয়াছে এই আশ্চর্য্য!! যাহাহউক কামিনি! আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এ স্বাধীন থাকিলে কখন এত ক্লেশ পাইত না। বদ্ধ থাকাতেই ইহাকে অপার্য্যমাণে এ দারুণ ভয়ঙ্কর ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। আমার মতে ইহাকে এক্ষণেই পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। ইহা করাতে অবশ্যই উৎকৃষ্ট ফল আছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই"।

কামিনী গোপালের মুখ হইতে সেই হিতকথা বাহির হইতে না হইতেই কহিয়া উঠিল "দাদা! এক্ষণেই উহাকে ছাড়িয়া দেও। এই বিষয়ে কি কিছু জিজ্ঞাসার অপেক্ষা আছে। আহা! দেখ দেখি ও কেমন ধারা করিতেছে! বোধ হয় আত্মারাম বাঁচিবে না। ঐ দেখ সর্ব্বাঙ্গ বিকল হইয়া

শুইয়া পড়িল”। গোপাল অমনি তাড়াতাড়ি পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া তাহাকে বাহির করিল, এবং কাপড় দিয়া তাহার গাত্রের জল মু-চিয়া দিতে লাগিল। পরে তাহারা একে একে উহাকে হাতে করিয়া লইয়া এক হাত তাহার গায় বুলাইতে২ “আত্মারাম! তুমি এত দিনের পর আমাদের নিকট হইতে চলিলে”? বলিয়া বার বার মুখচুম্বন পূর্ব্বক সোহাগ করিতে লা-গিল। অবশেষে তাহার মমতা ত্যাগ করিয়া “তবে যাও স্বাধীন হইয়া ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াও, এবং সুমধুর ভাষণে লোকের মনোর-ঞ্জন করিতে থাক,” এই বলিয়া তাহাকে মুক্ত এবং তাহার খাঁচাটা লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিল।

অনন্তর তাহারা দুই ভাই বোনে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া বাতাসে কাপড় শুকাইতে২ পোয়া ডেড়েক পথ অন্তরে রাজ পথের অদূরে এক চাসার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বাটীর সম্মুখেই এক খানা গোয়ালি ঘর ছিল, কামিনী তাহারই দ্বারে গিয়া অঞ্চল পাতিয়া শয়ন ক-

রিল। একে সে পথশ্রান্ত ছিল, তাহাতে এই ঝটিকাদির ক্লেশ গিয়াছে; সুতরাং সে শুই-বামাত্রেই অচৈতন্য হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইল। গোপাল তাহার নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল। বাটীর কর্ত্তা কার্য্যক্রমে বাহির বাটীতে আসিয়া তাহাদিগকে তাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া গোপালকে জিজ্ঞাসিলে পর সে সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিয়া শুনাইল। গৃহস্থ তখনি বাটীর ভিতর হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া তাহাদের নিকটে রাখিল এবং কহিল 'আজি ত বেলা অবসান হইল, তোমাদের কলিকাতা যাইতে অনেক রাত্রি হইবে। এখন অত্যন্ত চলিয়া গেলে পর সন্ধ্যার সময়ে বেলগেছিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়। অতএব এক কথা বলি, এ গৃহস্থের বাটী ছাড়িয়া তোমাদের অন্য কোন উদাসীন স্থানে গিয়া রাত্রিকালে থাকা উচিত হয় না। আমার মতে তোমাদের এখানে থাকাই কর্ত্তব্য। আমরা তোমাদের স্বজাতি বটি, আহারাদির আয়ো-

জন করিতে কিছুই ক্লেশ হইবে না। ইহাতে তোমাদের যাহা ভাল বোধ হয় কর"। গোপাল কহিল, "ভাল! কামিনী উঠিলে যাহা ভাল হয় পরামর্শ করা যাইবেক"।

এই কথা শুনিয়া সেই গৃহস্থ চলিয়া গেলে পর ক্ষণকাল বিলম্বে কামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন গোপাল তাহাকে কহিল "কামিনি! সূর্য্যত অস্তপ্রায় হইয়াছে; এখনকার কর্ত্তব্য কি? আজি এত ক্লেশের পর যে স্থানান্তরে গিয়া আবার আহারাদির জন্য ক্লেশ করা তাহা সম্ভব নহে। এই গৃহস্থদিগকে বড় সজ্জন দেখিতেছি। বাটীর কর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ও পরিচয় লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে আমরা অদ্য স্থানান্তরে না গিয়া এখানেই থাকি। বোধ করি তিনি আমাদিগের দুজনকে জলযোগের দ্রব্যসামগ্রী দিয়া হয়ত ভোজনাদি করাইবার আয়োজনে গিয়া থাকিবেন; এক্ষণে কর্ত্তব্য কি বল"। কামিনী এই কথা শুনিয়া

কহিল, "দাদা! যদি গৃহস্থেরা আমাদিগকে অদ্য রাখিতে যত্নই করেন তবে থাকিবার বাধা কি?"।

এই রূপে তথায় থাকিবার পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা জলযোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেই বাটীর কর্ত্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাদের তথায় অবস্থিতির মত জানিয়া বাটীর ভিতরে গিয়া তাহাদের আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল। অনন্তর গোপাল ও কামিনী তাহাদের বাটীতে ভোজনাদি করিয়া সেই রাত্রি সেখানেই অবস্থিতি করে। পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহস্থদিগকে বলিয়া কহিয়া তথাহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক বেলা প্রহর খানিকের মধ্যে কলিকাতায় উপস্থিত হয়। এই রূপে গোপাল ও কামিনী উপার্জ্জনের জন্য এত কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রবাসে গমন করিয়াছিল। এস্থলে তাহাদের কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া মাত্র বর্ণনা করা হইল, কিন্তু

তাহারা মাস খানিক কাল কোথায় কিরূপে থাকিয়া কাল যাপন করিল, তাহা আর সবিশেষ কথিত হইল না।

বৎস শ্রীদত্ত! যাহার এতাদৃশ সাহস, ধৈর্য্য দৃঢ়তা, এবং সহিষ্ণুতা না থাকে, সে কি কখন মনুষ্যত্ব করিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়?। সাহসহীন, কাতর, অসহিষ্ণু ব্যক্তির কদাচ লক্ষ্মীলাভ হয় না। আর অলক্ষ্মীক হইলে তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট কখনই সম্মান পাইবার আশা থাকে না। এ বিষয়ে বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশে কহিয়াছেন, "বরং শ্বাপদসমাকীর্ণ বনবাস ভাল, বরং বৃক্ষতলে অবস্থান করা ভাল, বরং বন্য ফল ভোজন ও গিরিনদীর জল পান করা ভাল, বরং তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে শয়ন করা এবং বল্কল পরিধান করা ভাল, তথাপি বন্ধু জনের মধ্যে ধনহীন হইয়া জীবন ধারণ করা কোন ক্রমেই ভাল নহে। অতএব বাপু! মাদৃশ ব্যক্তিদিগের ধন না থাকিলে সাতিশয় ক্লেশ উৎপন্ন হয়। ধনী হইয়া

উত্তম বা অধম অথবা মধ্যম যাহা কিছু করিবে সকলি শোভা পাইবেক। ইহাও হিতোপদেশ-কার বলিতে ত্রুটি করেন নাই। "যাহার বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকে, সে গুরুতর পাপী হইলেও লোক-পূজ্য হয়, তাহা নহিলে চন্দ্রবংশ সূর্য্যবং-শের ন্যায় মহাবংশ সম্ভব হইয়াও পরিভব প্রাপ্ত হয়"। ঐ গ্রন্থে আরো কথিত আছে যে "কোন নারী যেন সাহসহীন, নিরানন্দ, নির্বীর্য্য এবং শত্রুহসন নন্দনকে প্রসব না করে"। অতএব প্রিয়তম শ্রীদত্ত! তুমি সাহসী ও সকল কর্ম্মে অধ্যবসায়ী হইতে থাক, তাহা হইলেই তোমার অচিরাৎ শ্রীবৃদ্ধি হইবেক, সন্দেহ নাই। বিষ্ণুশর্ম্মা এ বিষয়েও উপদেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন, "নী-তিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেখানে সেখানে ব্যবসায় করিতে কদাচ অযত্ন করিবেন না; কিন্তু তাহার ফল প্রাপ্তি বিষয়ে বিধাতার মনে যাহা থাকে তাঁ-হাই হয়।

এই রূপে এক মাস কাল অতীত হইতে না হইতে কলিকাতার পূর্ব্বাংশে খালের নিকট এক বাবুর বাগানে গোপালের এক উদ্যানপালের কর্ম্ম হয়। তথায় প্রতি দিন যে সকল লোক জন খাটিত, গোপালের হস্তে তাহারই তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। পর্য্যটক ও প্রাকৃত শোভা দর্শন প্রিয় বাবুরা মধ্যে২ উদ্যানভ্রমণচ্ছলে তথায় বিনোদ করিতে যাইতেন। গোপাল তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি সমাদর পূর্ব্বক তথাকার বিশেষ২ দর্শনীয় পদার্থ সকল দর্শন করাইত। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা ফুলদোলের দিন বৈকাল বেলায় কলিকাতাস্থ দুই জন ধনাঢ্য ব্যক্তি তথায় গমন করিয়াছিলেন। সুশীল গোপাল সমাদর পূর্ব্বক ঐ বাবুদিগকে উদ্যানস্থ সমস্ত উৎকৃষ্ট পদার্থের না ও গুণ বর্ণনা করিয়া একে২ দর্শন করাইয়াছিল। পরে তাঁহারা শ্রান্ত হইয়া তত্রত্য সরোবরের ঘাটে উপবিষ্ট হইলে, গোপাল তাহাদিগকে বাতাস করা, তামাকু দেওয়া প্রভৃতি যথেষ্ট পরিচর্য্যাও করে।

ইহাতে তাঁহারা পরিতুষ্ট হইয়া যাইবার সময়ে গোপালকে দুইটি টাকা পারিতোষিক দিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন "ওহে বাপু! তোমার চর্য্যা দেখিয়া ও পরিচর্য্যা পাইয়া আমরা বড়ই প্রীত হইলাম; ইচ্ছা হইতেছে তোমাকে দুটি টাকা মিঠাই খাইতে দি; কিন্তু আমাদের সঙ্গে টাকা নাই; কেবল কয়েক খানি নোট রহিয়াছে। অতএব দশ টাকার এক খানি নোট তোমাকে দিতেছি, তুমি ভাঙ্গাইয়া দুই টাকা আপনি লইয়া আটটি টাকা আমাদিগকে ফিরিয়া দাও"। এই বলিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ একখানি নোট বাহির করিয়া গোপালের হস্তে দিলেন। গোপালের গুটিকত টাকা সঞ্চয় করা ছিল, ইহাতে সে সত্বরে বাসায় যাইয়া কামিনীর নিকট হইতে আটটি টাকা চাহিয়া আনিয়া বাবুদিগকে দিলে পর, তাঁহারা তখনি গাড়িতে চড়িয়া গমন করিলেন। অনন্তর গোপাল বাসায় ফিরিয়া যাইয়া কামিনীকে কহিল, "ভগিনি! আজি পরমেশ্বরের ইচ্ছায়

দুইটি টাকা লাভ হইল। এক্ষণে এ দশ টাকার নোট খানি তুলিয়া রাখ পরে ভাঙ্গিয়া আনা যাইবেক”।

গোপাল আহ্লাদে এত ক্ষণ নোট খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। এখন কামিনীর হাতে পড়িবামাত্র সে তাহার অঙ্ক পড়িয়া দেখিল যে, তাহা এক শত টাকার নোট। ইহাতে সে কহিল “দাদা! এ নোট খানি ত দশটাকার নয়, এ যে একশত টাকার অঙ্ক দেখিতেছি। বোধ করি বাবুরা বিস্মৃতিক্রমে দশটাকাবোধে এই এক শত টাকার নোট খানি দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উপায় কি? তুমি ত তাঁহাদের নাম ধাম কিছুই জান না, কিরূপে তাঁহারা ইহা প্রাপ্ত হইবেন?”। গোপাল এখন কামিনীর মুখ হইতে সেই কথা শুনিয়া “কই২ দেখি২ দেও দেখি” বলিয়া তাহা কামিনীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিল; এবং পড়িয়া দেখিল, যথার্থই একশত টাকার বেঙ্ক নোট বটে। ইহাতে সে ব্যগ্র হইয়া গাড়ী দেখিতে পাইবার আশায় কতকদূর দৌড়া দৌড়ি

গমন করিল, কিন্তু তাহা দেখিতে পাইল না। পরে নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া পুনর্ব্বার বাসায় ফিরিয়া আইল, এবং কামিনীকে কহিতে লাগিল "ভগিনি! কামিনি! গাড়ী ত দেখিতে পাইলাম না, এক্ষণে কি প্রকারে তাঁহারা এ নোট খানি পাইতে পারেন বলিতে পার?"। কামিনী কহিল "দাদা! কিছুই ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে যদি তাঁহারা ইহা অন্বেষণ করিয়া না পান, এবং সন্দেহ ক্রমে আমাদের এখানে লোক পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলেই এক প্রকার সদুপায় দেখিতে পাই"।

যাহা হউক, এই প্রকার অন্যায়াগত ধনে গোপাল ও কামিনীর মনে সাতিশয় উদ্বেগ উৎপন্ন করিল। পরে তাহারা ক্রমাগত চারি পাঁচ দিন বাবুদের লোক এই আইসে, এই আইসে করিয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু বাবুদের মনে গোপালের প্রতি সন্দেহ না হওয়াতে তাঁহারা আর তথায় লোক পাঠাইলেন না।

এখানে বাবুরা নোট কয়েক খানি এঁকে ২ না মিলাইয়া, একশত টাকার নোট খানি, হয় হারাইয়াছে, নয় কেহ লইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া তাহার পরদিনই বেঙ্কে ও পোলিসে গমন করেন, এবং সেই নোটের সংখ্যা লিখাইয়া এই বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দেওয়ান যে " যে ব্যক্তি অমুক সংখ্যার এক শত টাকার নোট আনিয়া দিবেক, কিম্বা তৎসম্বলিত ব্যক্তিকে ধৃত করিবেক, তাহাকে আমি দশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিব"। এই রূপে নষ্ট নোটের কথা সর্ব্বত্র প্রচার হওয়াতে, বণিক্ প্রভৃতি কারবারী লোকেরা তদ্দিনাবধি নোট পাইলেই দেখিয়া শুনিয়া লইতে আরম্ভ করিল।

গোপাল ত এসকল বিষয় কিছুই অবগত নহে। সে, চারি পাঁচ দিন গেলে পর, এক দিন কামিনীকে কহিল " ভগিনি ! কামিনি! আর ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না ; আমি এক বার বাহির হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া দেখি। যদি তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়া থাকেন

দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নোট খানি প্রত্যর্পণ করিয়া আসিব। এজন্য দিবা রাত্রি আমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে। অতএব আজি সকাল২ আহার করিয়াছি, তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে বাহির হইব, তুমি সেই নোট খানি দাও"। কামিনী দাদার কথা শুনিবামাত্র তখনি অমনি নোট খানি বাহির করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিল এবং কহিল "দাদা! আমি বাসাতে একাকিনী রহিলাম, দেখিও যেন আর কোথায় যাইয়া বিলম্ব করিও না"।

গোপাল দশটার সময়ে বাহির হইল, এবং প্রচণ্ড রৌদ্রে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই নোটখানি লইয়া এ পথ সে পথ দিয়া অন্বেষিয়া বেড়াইতে২ বেলা তিনটার সময়ে লালবাজারের চতুষ্পথে যাইয়া উপস্থিত হইল। তথায় নিকটেই এক খানি সুবর্ণবণিকের দোকান আছে দেখিয়া, সে মনে২ ইচ্ছা করিল যে, অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে এই দোকানে যাইয়া একটু জল খাইয়া আসি। মনে২ এই রূপ বাসনা

করিয়া সেই পোদ্দারের দোকানে গমন করিল এবং কহিল "পোদ্দার মহাশয়! বড় তৃষ্ণা হইয়াছে এক ঘটী জল দেউন খাই"। পোদ্দার তাহাকে গলদ্‌বর্ম্ম দেখিয়া কহিল "এই প্রচণ্ড রৌদ্রে আসিয়া তোমার যে ঘর্ম্ম হইতেছে একটু স্থির হইয়া বস, জল দিতেছি, পরে খাইও"।

গোপাল সেই কথা শুনিয়া তথায় বসিলে পর, পোদ্দার ঘরের ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্ট দ্রব্য ও এক ঘটী জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। গোপালের তখন এমনি পিপাসা যে, তাহা ধৈর্য্য পূর্ব্বক অল্পে২ পান করিতে বিলম্ব সহিল না; সুতরাং সে একেবারে অধিক জল মুখে ঢালাতে, তাহার কতক উদরস্থ হইল, কতক গাত্রে পড়িয়া পরিধেয় বস্ত্রের কিয়দংশ ভিজিয়া গেল। তখন সে তটস্থ হইয়া "এই সর্ব্বনাশ হইল, এই সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া তাড়া তাড়ি কোঁচার মুড়াটা খুলিল, এবং কহিল "আহা! কি করি, নোট খানি যে ভিজিয়া গেল" পো-

দ্দার নোটের কথা শুনিবামাত্র “কই, কই দেখি” বলিয়া তাহার হাত হইতে তাহা লইল এবং তাহার অঙ্কের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই “এই যে সে নোট পাওয়া গিয়াছে” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল। য়্যারমামুদ চৌকীদার দোকানের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, চোরাই নোটের কথা শুনিবামাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ বেণিয়ার হাত হইতে কাড়িয়া লইল এবং কহিল “হাঃ সাবাইস্! এই যে চোর ধরা পড়িয়াছে; খোদা দশ টাকা দেওয়াইয়াছেন”। বেণিয়া কহিল “বা!! তুই কে? আমি আগে ধরিলাম, তুই যে আমার হাত থেকে লইয়া বড় মর্দ্দানি করিতেছিস্”।

এই রূপে বেণিয়াতে ও চৌকিদারেতে “আমি চোর ধরিয়াছি, আমি চোর ধরিয়াছি” বলিয়া মহা বিবাদ হইতে লাগিল। য়্যারমামুদ কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া কহিল “তবে রাখ্, আমি তোকে শুদ্ধ বাঁধাইয়া দিতেছি” পোদ্দার এই কথা শুনিয়া মনে২ করিল; আমার দশ

টাকার লোভে কাজ নাই, কেঁচো খুঁলিতে২ সাপ বাহির হইলে বড় বিপদ্। দূর হউক্, ইহার হাতে নোট দিয়া এ জঞ্জাল বিদায় করি, ও ব্যক্তি যাহা জানে তাহা করুক; মিছা মিছি বাহিরের লেটা ঘরে আনার আবশ্যক নাই” এই রূপ বিবেচনা করিয়া সে কহিল “ভাই! এই তুই নোট লইয়া যাহা জানিস্ তাহাই কর। য়্যারমামুদ এতক্ষণ তাহা লইবার জন্য গোলযোগ করিতেছিল, এখন সে দিতে চাহি-তেছে তবু সে লইতে চাহিল না, বরং কহিল, “আমার দরকার নাই; আমি পোলিসে যাইয়া ইহার এজাহার দিতেছি”। পোদ্দার ভাবিল এ কি বিভ্রাট্। এত বড় উৎপাত করিতে লাগিল, কিরূপে ইহাকে বিদায় করিব। না হয় কিছু দিতে চাওয়া যাউক, যদি তাহা হইলেও চলিয়া যায় তথাপি ভাল। মনে২ ইহা ভাবিয়া একটি সিকী দিতে চাহিলে, সে মহারাগত হইয়া “কি! আমি কি ঘুষ-খোর, যে ঘুষ দিয়া আমার মুখবন্ধ করিতে

চাহিস্ ;'রও তোকেও জব্দ করিতেছি"। তখন পোদ্দার ভয়ে২ একটি টাকা দিতে চাহিল, তথাপি সে স্বীকার করিল না। পরে দুইটি টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল, "ভাই! ক্ষান্ত হ, তুই ইহা লইয়া মিঠাই খাইস্, আর এ নোট ও আসামী লইয়া দূরে গিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর্"; য়্যারমামুদ অনেকক্ষণের পর তাহাতে সম্মত হইয়া কহিল, "হাঁ! এখন পথে এস! ভদ্রলোক হইয়া ভদ্রলোকের মত থাক, চোর গেরেপ্তার করিয়া বকসিস্ লওয়া ভদ্রলোকের কর্ম্ম নহে, ইহা চৌকীদারেরাই করিয়া থাকে"। এই বলিয়া তাহার হাত থেকে দুইটি টাকা ও নোটখানি লইল।

গোপাল ইহার কিছুই জানিত না, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টি দিয়া বসিয়া রহিয়াছিল। য়্যারমামুদ নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আর এখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে, চল এখন তোমাকে শ্রীঘরে পাঠাইয়া দি"। এই বলি-

য়া তাহাকে টানিয়া দোকান হইতে রাস্তায় নামাইল।

পরে তাহাকে বলদ্বারা কিয়দ্দূর অন্তরে লইয়া গিয়া, আপাততঃ তাহাকে কণুইতে২ পীচমোড়া করিয়া বাঁধিল। পরে নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন তাড়না প্রহার করত ধমকাইতে২ জিজ্ঞাসিতে লাগিল, "বল্ এখন এ নোট কোথায় পাইয়াছিস্? শীঘ্র২ বল্ বেটা কাহার সর্ব্বনাশ করিয়া লইয়াছিস্"।

সাধু গোপাল প্রাণ থাকিতে মিথ্যা কহিবার পাত্র নহে, সে যে রূপে, যে দিন, যখন, যাহা হইতে, যে খানে, যে নিমিত্ত তাহা পাইয়াছিল, তৎ সমুদয় আদ্যোপান্ত অবিকল কহিয়া শুনাইল। চৌকীদারেরা একে পায় আরে চায়, কোন কিছু সোপান না পাইলেও মিছামিছি গোলযোগ করিতে ছাড়ে না। য্যারমামুদত্ত গোপালকে মাল শুদ্ধ আপন হাতে পাইয়াছিল, সে তখন কি বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে! গোপালকে কতই কটু কহিয়া গালি দিয়া,

কতই বা মারিপীঠ করিতে আরম্ভ করিল, তাহার সীমা পরিশেষ নাই। গোপাল যদি তাহাকে তখন কিছু দিতে চাহিত, তাহা হইলে আর সে এত যাতনা পাইত না। ফলে য়্যারমামুদের যে মানসে গোপালকে এত পীড়ন করা তাহার কোন ফলই হইল না।

য়্যারমামুদ গোপালকে বাঁধিয়া যখন মারিপীঠ করে, তখন দুই চারি জন করিয়া প্রায়ঃ শতাবধি মানুষ উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ২ বলিতে লাগিল, "আহা! এ হতভাগা ছোঁড়ার কি দুষ্ট বুদ্ধি দেখ দেখি কেমন অল্প বয়সে চুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহার এখনই এই, ইহার পরেত আরো সময় আছে। তখন কত লোকের সর্ব্বনাশ করিবে তাহার সংখ্যা নাই। এখন যদি শাসিত ও দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে কি ইহার প্রশ্রয়ের আর ইয়ত্তা থাকিবে"। কেহ২ "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পড়িয়াই রহি-

য়াছে। দেখ দেখি ছোঁড়ার কি নিগ্রহ, চল হে চল, আর এ প্রকার যাতনা দেখা যায় না” বলিয়া দুই চারি সঙ্গীর হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সেখানে জনকত প্রাচীনও দাঁড়াইয়াছিলেন, দেখিয়া শুনিয়া সদয়ভাবে আপনাআপনি কহিতে লাগিলেন, “আহা! এ ছেলিয়াটীর যাতনা দেখিলে যে বুক ফাটিয়া যায়! হায় ২! ইহার কি বাপ মা কেহ নাই। বাপ মা থাকিতে সন্তানে এত অল্প বয়সে কুকর্ম্ম করিতে কদাচ শিখে না”। এই কথায় সেই দলের এক জন বৃদ্ধ কহিলেন, “যদি ইহার পিতা মাতা না থাকে ত এক প্রকার ভাল। কারণ সন্তানের কুকর্ম্ম দেখিলে শুনিলেও দুঃখ, এবং তদুপলক্ষে তাহার যাতনাদিতেও তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ। অতএব পরমেশ্বর যেন কুসন্তানের পিতা মাতাকে দীর্ঘকাল জীবিত দশায় রাখিয়া তাহাদিগকে দারুণ ক্ষোভানলে দগ্ধ না করেন”।

এই রূপে নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। নিরুপায় নির্দ্দোষ গোপাল শুনিতে২ বোধ করিল যেন সে সকল কথা শল্যের মত তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। সে তখন করে কি, কে বা তাহার কথা শুনে ও কেবা তাহা সত্য মিথ্যা বিচার করে? কাজে কাজেই তাহাকে নিরুত্তর হইয়া সে সকল অসহ্য যাতনা সহিতে হইয়াছিল। গোপাল বাঁধা থাকিয়া রোদন করিতেছে এবং পাঁচ জনে পাঁচ কথাও বলিতেছে, ইত্যবসরে য়্যারমামুদ আপন চৌকীর সীমার মধ্যস্থ পরিচিত তিন চারি জন লোককে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া কাণে২ কহিল, "ভাই সকল! তোরা ত স্বচক্ষে দেখিলি, আমি চোরাই নোট শুদ্ধ আসামী গেরেপ্তার করিলাম। এ বেটা এমনি বদ্জাত; এত পীড়াপীড়ি করিয়াও উহাকে কোন ক্রমে চুরি করিয়াছি, এই কথা মানাইতে পারিলাম না। যদি তোরা ভাই ইহাতে কিছু সাহায্য করিস্ তাহা হইলে আমার বড়

উপকার করা হয়। আমি এখনি তোদের চারি জনকে চারি ২ আনা দিতেছি, ধর, সাবধান যেন এ বেটা টের পায় না। তোরা কেবল তলবমতে হাজির হইয়া সাহেবের নিকট এই বলিবি যে, আমরা আপন চক্ষে দেখিয়াছি, য়্যারমামুদ যখন আসামীকে গেরেপ্তার করিয়া থানায় চালান দিতে যায়, তখন সে তাহার পায়ের উপরি পড়িয়া কাঁদিতে২ কহিল "আমাকে ভাই চালান করিস্ না, আমি তোকে পাঁচটি টাকা দিব, তুই আমার সঙ্গে আয়"। য়্যারমামুদ তাহা না শুনিয়া আসামীকে থানায় লইয়া গেল, আমরা তাহাই দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলাম।

য়্যারমামুদ এই রূপে অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করাইয়া রাখিল। পরে মনে২ বিবেচনা করিল আর কেন মিছামিছি ইহাকে লইয়া পীড়াপীড়ি করি, সন্ধ্যা হইল ইহাকে থানায় চালান করা যাউক। ইহা ভাবিয়া সে তাহাকে থানায

লইয়া গমন করিল। থানার দারোগা পানা-উল্লা সাহেব সন্ধ্যার সময়ে থানার সম্মুখে এক চৌকীতে বসিয়া জমাদারের নিকট চৌকীদার দিগের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়ম সকল কহিয়া দিতেছিলেন, এমত সময়ে য়্যারমামুদ গোপালকে লইয়া উপস্থিত হইল। দারোগা দৃষ্টি ভঙ্গী দ্বারা "বিষয় কি হে?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর, য়্যারমামুদ সেলামের উপর সেলাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল "মহাশয়! সে দিন যে বাবু যে নম্বরের খোয়া নোটের বিষয়ে হুজুরে দরখাস্ত করিয়া ঢেঁড়ি ফিরাইয়া দেন, সেই নোট শুদ্ধ আসামী আজি আমার হাতে গেরেপ্তার হইল। ইহা এর চোরী করা বটে, আমার নিকটে মানিয়াছে, আমিও রীতি মত চারি জন সাক্ষী রাখিয়া আসিয়াছি"।

দারোগা গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! এ নোট তুই কেমন করিয়া চুরী করিলি? বল দেখি শুনি"। গোপাল কাঁদিতে ২ হাত যোড় করিয়া যে সকল সত্য কথা তাহাই

আদ্যন্ত বর্ণনা করিতে লাগিল। চৌকাদারের নিকট যাহা২ কহিয়াছিল তাহার সহিত কিছু-মাত্র ইতর বিশেষ হইল না। দারোগা “ কে-মন হে য়্যারমামুদ! তোমার আসামী কি বলে শুনিতে পাও?” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর য়্যারমামুদ কহিল “ মহাশয়! দেখিতেছেন কি? এ দেখিতে ছোঁড়ার মত, কিন্তু কাজে তেমন বোধ করিবেন না; এ বেটা বড় দুষ্ট এবং পাকা চোর। আমি ভালরূপে পরখিয়া দেখিয়াছি এ বড় সহজ নহে। দেখুন না কেন মহাশয়' এইমাত্র আমার নিকট মানিয়া আসি-য়াই এখানে তাহার বরখেলাপ কহিতেছে”।

পানাউল্লা ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, “রো-গের মত ঔষধ না হইলে কি কখন রোগ ভাল হয়”। য়্যারমামুদ। আমি তোমাকে আগে অবধিই জানিতাম, তুমি এক জন বড় কাজের লোক। বিশেষতঃ তোমার আজিকার কাজে আরো সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যেমন সক্ষম, আমার মতে তুমি জমাদার হইবার যোগ্য।

বোধ হইতেছে, হুজুর এবারে তোমার বিষয়ে কিছু বিবেচনা করিবেন। আর আমিও তোমার সুখ্যাতি লিখিতে ছাড়িব না। যাহা হউক হ্যারমামুদ! তুমি একবার আমার সম্মুখে উহাকে জিজ্ঞাস দেখি, কি বলে শুনা যাউক"।

চৌকীদার, দারোগার আদেশে গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, গোপাল পূর্ব্বেও যেমন কহিয়াছিল তখনও তেমনি কহিল। ইহাতে দারোগা বিরক্ত হইয়া জমাদার প্রভৃতিকে সঙ্কেত করিয়া কহিলেন, "ওহে! তোমরা ইহাকে লইয়া মানাইয়া আন"। জমাদার ও বরকন্দাজেরা দারোগার আজ্ঞা পাইয়া গোপালকে কিয়দ্দূর অন্তরে লইয়া গিয়া নানা প্রকার কটু ভাষায় গালি দিয়া দেখিল যে, সে চুরির কথা কোন রূপেই মানিল না। তখন জমাদার এক জন বরকন্দাজকে কহিল, "যা ত, ঐ ঘরের পেছন থেকে বিচুটী ও আলঙ্গশী লইয়া আয়, এবং একটা ঘুরঘুরা পোকা ধরিয়া দে। বেটাকে হাতে পায় বাঁধিয়া গায়ে বিচুটী মাকাইয়া

দি, এবং নাভিতে ঘুরঘুরা রাখিয়া মাল্লা চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখি। দেখি ইহার কত দূর পর্য্যন্ত দৌড়"।

সেই আদেশে এক জন বরকন্দাজ তাহা আনিয়া উপস্থিত করিলে পর জমাদার যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল; কিন্তু গোপালকে কোন রূপেই মিথ্যা কথা মুখে আনাইতে পারিল না। থানার লোকেরা যখন গোপালকে এই সকল ক্লেশ দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার মনে পড়িল, যে আসিবার সময়ে ঠাকুরমা না কহিয়া দিয়াছিলেন যে, "কেবল সত্য কথা কহিবে, এবং বিপদ্‌কালে পরমেশ্বরকে ডাকিবে"। তবে কেন এমন অপার বিপদ্‌সাগরে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিতে ভুলিয়া রহিয়াছি। আমি ত প্রাণ থাকিতে কদাচ মিথ্যা বলিতে পারিব না। ইহাতে যদি ইহারা প্রাণেও বধ করে সেও স্বীকার। আমার এখানে পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহই নাই, কাহার নিকটে এ মনের বেদনা জানাইব। কে বা এ বিপদ্-

কালে আমার কথায় কর্ণপাত করিবে।। পরমেশ্বর অন্তর্যামী, সকলেরই মনের ভাব জানিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে জানাই, তিনিই ইহার প্রতীকার করিবেন।

গোপাল মনে২ এই প্রকার কল্পনা করিয়া মানসে পরমেশ্বরকে ডাকিতে ও তাঁহার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "হে দয়াময় জগদীশ! আমি বিনা অপরাধে এই অকূল বিপদ্‌সাগরে পড়িয়া যাতনাতে মুগ্ধ হইয়া এতক্ষণ তোমাকে ডাকিতে ভুলিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন্। এক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরমার উপদেশ কথাগুলি মনে পড়াতে আমার সেই মোহ দূর হইল। তাঁহার মুখে যখন তখন শুনিতাম, "পরমেশ্বর বিপদ্‌সাগরের কাণ্ডারী" অর্থাৎ কেহ বিপদ্‌সাগরে মগ্ন হইয়া তোমাকে ডাকিলে তুমি কর্ণধার হইয়া তাহাকে তথা হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাক। অতএব হে অনাথনাথ! কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া আমাকে এই অকূলপাথার হইতে উদ্ধার করুন্।

আমার আর এ সকল যাতনা সহ্য হয় না। নিগ্রহদ্বারা আমার প্রাণ কণ্ঠাগত প্রায় হই-য়াছে। তুমি অন্তর্যামী সকলই দেখিতেছ, সকলই শুনিতেছ, তথাপি আমি ব্যাকুলতায় মনের বেদনা জানাইতেছি। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা করুন্। তুমি রাজরাজেশ্বর! রাজার উপরিও রাজত্ব প্রকাশ করিতে পার। প্রজার প্রতি তাঁহারও অন্যায় হইলে তুমি তাঁহার দণ্ড দেও, অন্যের অবিচার হইলে তোমার সুবিচার কেনই বা না হইবেক?। যাহা হউক, এ দীনের প্রতি দয়া বিতরণে বিমুখ না হইয়া যেন আপনার 'দীনদয়াময়' নামকে সার্থক করা হয় এই আমার প্রার্থনা"।

এই রূপে গোপাল একান্ত মনে, মনে২ পর-মেশ্বরকে ডাকিতেছে, দারোগা জমাদারকে নি-কটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে! আসামীর মুখ থেকে কাজের কথা কিছু পা-ইলে কি না"? জমাদার কহিল, "না মহাশয়! চেষ্টার ত্রুটি করা যায় নাই, কিন্তু প্রথমাবধি

এ পর্য্যন্ত এক প্রকারই কথা কহিতেছে”। দারোগা শুনিয়া কহিলেন, “তবে যাও, উহার বাঁধন খুলিয়া দেও, আর কোন শাজা দিবার আবশ্যক নাই। আজি উহাকে থানার গারদে রাখ। কালি পরশু দেখা যাউক, পরে হুজুরে চালান দেওয়া যাইবেক। একান্ত উহাকে না মানান যায়, য্যারমামুদের চারি জন সাক্ষীই যথেষ্ট হইবেক”। জমাদার ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া গোপালকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জলযোগ আদি করাইল, এবং তথাকার গারদেই অবরোধ করিয়া রাখিল।

বৎস! শ্রীদত্ত! গোপালের কত দূর পর্য্যন্ত ধৈর্য্য তাহা ত শুনিলে, বিপদ্কালে ধৈর্য্য অবলম্বন করা মহাপুরুষের লক্ষণ। কথিত আছে, “বিপদ্কালে ধৈর্য্য, উন্নতির অবস্থায় ক্ষমা, সভায় বক্তৃতা, যুদ্ধে পরাক্রম, সুখ্যাতিলাভে অভিলাষ, শাস্ত্রানুশীলনে আসক্তি এই কয়েকটি গুণ মহাত্মা ব্যক্তিতেই বর্ত্তে”। অতএব মানুষের উচিত যে, সহসা কোন বিপদ্ উপস্থিত

হইলে, তাহাতে একান্ত ভীত ও কাতর না হইয়া কার্য্য সাধনে যত্নের শৈথিল্য না করেন। বিপদ পড়িলে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

এ দিকে সন্ধ্যা হইলে কামিনী বাসাতে একাকিনী বসিয়া মনে২ ভাবিতে লাগিল, আমার দাদার যে এখনও দেখা নাই. কোথায় গেলেন। তিনি যে আজি পর্য্যন্ত কলিকাতার পথ ঘাট ভালরূপে চিনিতে পারেন নাই। কোথায় কি কোন অজ্ঞাত গলিতে গিয়া ঘুরিতেছেন? সঙ্গে নোট খানি রহিয়াছে, সেও এক ভয়ের বিষয়। টাকা কড়ি বড় শত্রু, সঙ্গে থাকিলে নানা উপদ্রব ঘটিতে পারে। পথে কোন জুয়াচোর বাটপাড়ের হাতে পড়িয়া কি কোন গোলে পড়িলেন; কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। কি হইবে, কোথায় বা যাইব, কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব। ভাবনায় যে

প্রাণ মহা ব্যাকুল হইতে লাগিল; করি কি!। এইরূপ ভাবনা চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া কামিনী ঘর বাহির করিতে লাগিল।

পরে কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিকটস্থ প্রতিবাসিদিগের বাটীতে গিয়া কাহাকে দিদি কাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিলে তাহারা ব্যস্ত হইয়া "কেন কামিনি! এই অসময়ে আসিয়াছ? আহা! দুইটি চোক ছল২ করিতেছে কেন? কি হইয়াছে?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনী কহিল, "হেদেখগো! আমার দাদা দশটার সময়ে বাহির হইয়াছেন, এখনও বাসায় আসেন নাই বড় ভাবিত হইয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসিতে আইলাম আমি এখন কি করি বল দেখি? ইহাতে তাহারা কহিল, "কামিনি! ভাবনা কি? তোমার দাদা আসিবে এখন। কলিকাতা ভয়ের স্থান নয়। আর গোপালও কিছু নিতান্ত ছেলে মানুষটি নহে। সে পথ ভুলিয়া থাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারিবেক। হয়ত তুমি গিয়া দেখিবে, গোপাল বাসায় আসিয়াছে।

তুমি বাসায় যাও, চল নয় আমরা কেহ তো-মাকে আগিয়া রাখিয়া আসি। বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। ইহার মধ্যে যদি গোপাল আইসে, তবে সেও তোমাকে খুঁজিবার জন্য আবার ক্লেশ পাইতে পারে”। এই বলিয়া তাহারা জনৈক দুই জন কামিনীর সঙ্গে২ বাসাতে আইল এবং খানিক ক্ষণ কথায় বার্ত্তায় থাকিয়া কা-মিনীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া আপন২ বাড়ীতে চলিয়া গেল। ঐ সময়ে কামিনীর মনে২ হইতে লাগিল, হয় ত দাদা বাবুদিগকে পথে দেখিতে পাইয়া নোট খানি দিয়া থাকিবেন, তাহাতে বাবুরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিছু পারিতো-ষিক দিবার জন্য বাটীতে লইয়া গিয়াছেন। এক২ বার মনে২ করিতে লাগিল, দাদা বড় কৌতুক ভাল বাসেন। হয় ত তিনি কৌতুক করিবার জন্য এই নিকটেই কোথাও আছেন, দেখিবেন আমি রাত্রিকালে একাকিনী এই বাগানে থাকিয়া ভয় পাই কি না।

পরে সে ঘরে আর থাকিতে না পারিয়া

পুনর্ব্বার কুটীরের দ্বার রোধ করিয়া গোপাল-কে তত্ত্ব করিবার জন্য বাগানের ফটকের সম্মুখে রাস্তার উপরি আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখ অন্ধকার, লোক জন চিনিবার যো ছিল না। ইহাতে সে কাহাকেও দূরে আসিতে দেখিলে “কে ও দাদা আসিতেছ গো।” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। দাদা কো-থায়, যে সে উত্তর পাইবে! সকলই অপর লোক, আপন ২ কাজ সারিয়া ঘরে চলিয়া যাইতেছে। কামিনী এইরূপে দণ্ড দুই কাল রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল, তথাপি কোন সন্ধান পাইল না। রাত্রি ক্রমে ২ অধিক হইলে পথি-কদিগের যাতায়াতও কম হইল। অনেক ক্ষণ বিলম্বে দুই এক জন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাও যায় এমত সময়ে, কামিনী অন্ধ-কারে আঁর একাকিনী পথি মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বাসাতে ফিরিয়া আইল। আইল বটে কিন্তু মনের উদ্বেগে ঘর খানি শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর বোধ হইতে

লাগিল। করে কি, উপায়ত কিছুই নাই; কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের ভিতরে বসিয়া রহিল। কামিনীর তখনও মনে২ হইতে ছিল, দাদা এলেন প্রায়, কিন্তু তখন তাহার দাদা কোথায়?।

এইরূপে ভাবিতে২ কামিনীর মনে হইল, ঠাকুরমা না আসিবার সময়ে কহিয়া দিয়াছিলেন যে "বাছা সকল! যখন বিপদে পড়িবে, তখন একান্ত মনে পরমেশ্বরকে ডাকিবে ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে"। আর অন্যের কাছেও শুনা আছে, বিপদ্ কালে কেহ ঈশ্বরকে অনন্য মনে ডাকিলে পর তিনি তাহাকে উদ্ধার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না"। আহা! আমি কি নির্ব্বোধ! এমত দুঃসময়ে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি! এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে ডাকিলে যে তিনি ইহার প্রতীকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাঁকিতেন না। অনর্থক চেষ্টায় কেবল সময় কাটাইয়া যাহা করিলে সার্থক হইত, তাহাই বিস্মৃত হইয়া বিড়ম্বিত হইলাম। আহা! কি দুর্ভাগ্য!।

কামিনী এইরূপ আক্ষেপ করত মনেং স্থির করিল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন একবার তাঁহাকে ডাকি। দয়াময় হইয়া যে এ দুঃখিনীর ডাকে কর্ণপাত করিবেন না, এমত হইতে পারে না। মনে২ এই প্রকার কল্পনা করিয়া সে গলবস্ত্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে এই বলিয়া ডাকিতে ও প্রার্থনা করিতে লাগিল "হে দয়াময়! জগদীশ! আমি শুনিয়াছি তুমি অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এবং অগতির গতি। যে ব্যক্তি ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করে ও শরণাগত হয়, তাহার উপরি কৃপা বিতরণ করিতে তুমি কদাচ বিমুখ হও না। এক্ষণে আমি ঘোরদায়ে পড়িয়াছি। কেহমাত্র সহায় নাই। অতএব এই ঘোর বিপদের সময়ে তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। এই অনাথি মণ্ডলীতে তুমি বই এখন আমাকে রক্ষা করে এমন কেহই নাই। আমি তোমার চরণের শরণ লইলাম, দেখিও যেন তোমার "শরণাগত বৎসল" নামে কলঙ্ক না হয়"। এই

প্রকার প্রার্থনার পর কামিনী অনাহারেই শয়ন করিয়া সেই যামিনী যাপন করিল।

প্রভাত হইলে পর সে পুনর্ব্বার প্রতি বেশ-বাসিনীদিগের নিকটে গিয়া সজল নয়নে কহিল, 'হাঁগো! দাদা ত কালি রাত্রিতে আসেন নাই, আমি কি করি? তোমরা কি তাঁহার সংবাদ পাইবার কোন উপায় বলিতে পার? প্রতিবেশিনীরা কহিল "কামিনি! সে কি! গোপাল কালি রাত্রিতে আসে নাই; ইহা তবে ভাবনার বিষয় বটে। আমরা মেয়ে মানুষ, কোথায় যাইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। ভাগ্যহইতে পুরুষেরাও এখন কেহ ঘরে নাই। তাঁহারা তোপের পূর্ব্বে উঠিয়া কাজে গিয়াছেন"। এই সকল কথা বার্ত্তা হইতেছে, পাড়ার কমল চৌকীদার বেড়াইতে২ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গো! তোমরা কি গোলমাল করিতেছ? আর কামিনীই বা এত সকালে কাঁদু২ মুখখানি করিয়া এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন"?।

কামিনী কহিল, "কমল দাদা! আমিও তোমার বাড়ীতে যাইতেছিলাম, তুমি আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমিত মহাবিপদে পড়িয়াছি। আমার দাদা কালি বাহির হইয়াছেন, তদবধি আর ঘরে আসেন নাই। ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছি, উপায় কি করি বল দেখি"। কমল কহিল, "তাহার এত ভাবনা কি? আমার আজি পোলিসে যাইবার আবশ্যক আছে, বাহির হইতে হইবেক। যেখান হইতে হউক, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তোমাকে তোমার দাদার সংবাদ আনিয়া দিব, তুমি ভাবিত হইও না। এক্ষণে তুমি বাসায় যাইয়া স্নান ভোজন করিবার উদ্যোগ কর"। কামিনী কহিল, "কমল দাদা! দেখিও যেন এ কথা বিস্মৃত হইও না। আমি তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম, তুমি সংবাদ না আনিয়া দিলে আর কিছুই করিব না। করিবই বা কি? প্রবৃত্তি না হইলে ত কিছু করা হয় না। ফলে এখন আর কিছুই করিতে মন লয় না। সে যাহা হউক, এখন তবে আমি

বাসাতে চলিলাম। তুমি শীঘ্র২ প্রস্তুত হইয়া যাইবার সময়ে আমার ওখান দিয়া য়াইও"। কমলকে এই কথা বলিয়া এবং প্রতিবাসিনী-দিগকেও বলিয়া কহিয়া কামিনী আপন বাসায় চলিয়া আইল।

কমল সকাল২ স্নান' ভোজন সমাপন করিয়া নিয়মিত সময়ে কামিনীর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে "তবে আমি এখন পোলিসে চলিলাম" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইতে২ পথি মধ্যে যে কোন চৌকীদারকে দেখিতে পাইলেই গোপা-লের কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিল, কিন্তু কাহা হইতেও কোন সংবাদ পাইল না। এই রূপে জিজ্ঞাসা করিতে২ লালবাজারের চৌমাথায় উপস্থিত হইলে, য়্যারমামুদ চৌকীদারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ইতিপূর্ব্বে কমলের সঙ্গে তাহার বিশেষ জানা পরিচয় ছিল, একারণ দেখা হইবামাত্র. আদৌ তাহাদের পরস্পর বাড়ীর সমচার প্রভৃতি জিজ্ঞাসাবাদ হইতে লাগিল।'

তৎপরে কমল কহিল "ওহে ভাই য়্যার-মামুদ! ও সব কথা থাকুক এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কহিতে পার?" য়্যারমামুদ কহিল, "তার আটক কি? জানিলে অবশ্যই বলিব"। এই কথায় কমল কহিল, "দেখ! আমারদের প্রতিবাসী গোপাল নামক একটি তের বৎসর বয়সের বালক কালি অবধি কোথায় গিয়াছে, কিছুই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাহার ভগিনী ত ভাইয়ের জন্য অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়াছে। বাটী হইতে বাহির হইয়া অবধি কত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই কোন সংবাদ কহিতে পারিল না। তুমি কি তাহার বিষয় কিছু জান? আমি তাহার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি"।

য়্যারমামুদ কহিল, "জানিব না কেন? আমি ত কালি তাহাকে চোরাই নোট শুদ্ধ গেরেপ্তার করিয়া থানায় চালান দিয়াছি"। কমল কহিল, "চোরাই নোট কি হে? তবে সে নয়, আর কেহ হইবেক"। য়্যারমামুদ

কহিল, “আমি তাহার মুখে তাহার পরিচয় শুনিয়াছি, এখন তোমার নিকট বলি, হয় নয় বুঝিয়া দেখনা কেন। তাহার নাম গোপাল, বাটী কৃষ্ণনগর, খালধারে অমুক বাবুর বাগানে থাকে, একটি ভগিনী তাহার সঙ্গে আসিয়াছে, এবং সে ঐ বাগানে সর্দ্দার মালীর কর্ম্ম করে”। কমল বলিল, “তবে ত সেই গোপাল বটে বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহার নোট চুরির কথা শুনিয়া যে বড় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সে যে নোট চুরি করিবেক ইহা স্বপ্নের অগোচর”। য়্যারমামুদ “সে ছোঁড়া তোমার কে হয় হে কমল?” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর, কমল কহিল, “সে জাতি নয়, কুটুম্বও নয়, আমার কে হইবেক? আমার পাড়ায় এবং আমারি চৌকীর সীমার মধ্যে অমুক বাবুর বাগানে থাকে। সর্ব্বদা পরস্পর যাওয়া আসা, জানা পরিচয় আছে, এবং আমাকে দাদা ২ বলে”।

য়্যারমামুদ কহিল, “ছি, ছি, তুমি চৌকীদার হইয়া চোরের সহিত সর্ব্বদা আলাপ পরি-

চয় রাখ কেন?। আঃ! সে ছোঁড়া কি পাকা চোর! আর তাহার মত বদ্‌জাতও দুইটি দেখি নাই। কত কটু কহিয়া গালি দিলাম, মুখে একটি কথাও শুনিতে পাইলাম না। পীচমোড়া করিয়া বাঁধিয়া চড়টা চাপড়টা দিতে লাগিলাম, পীঠ পাতিয়া রাখিল, তবু বলিতে পারিল না যে আমাকে এত নিগ্রহ করিও না, এই কিছু দিতেছি লও”। কমল কহিল, “য়্যারমামুদ! কি বলিব, তোর কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। তুই তাহার গুণ জানিস্ না, এই বলিতেছিস্ যে সে বদ্‌জাত ও চোর। জানিলে আর এমন কথা কদাচ মুখে আনিতিস্ না। এক সার কথা বলিয়া রাখি, সে চুরি করিবার ছেলিয়া লয়। তাহার গুণের কথা শুনিবি? সে বাপ মায়ের কায়ক্লেশে সংসার পালন করা দেখিয়া এই বিদেশে চাকুরী করিতে আসিয়াছে। যে বাবুর বাগানে থাকে তিনি অহাকে পুত্রের মত ভাল বাসেন। বোধ হয় তাঁহা হইতে গোপালের পরে বড় ভালই হইবেক”।

য়্যারমামুদ কহিল, "রেখে দে ভাই! তোর ও সব কথা শুনিতে চাহি না। আমি মাল শুদ্ধ চোর গেরেপ্তার করিয়াছি। চোরও আপন মুখে এক প্রকার চুরি কবুল করিয়াছে। আমি তাহার চারি জন সাক্ষীও রাখিয়াছি। এখন তোর কথাতেই কি তাহাকে ভাল মানুষ বোধ করিব"?। কমল কহিল, "য়্যারমামুদ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমার তাহাকে ধৃত করা অতি অন্যায় হইয়াছে। গোপালকে ধৃত হইয়া কয়েদ থাকিতে হয়, সে এমন অপরাধ করিবার ছেলিয়া নহে, তবে যে তুমি তাহাকে কি দোষে ধরিলে, তাহা পরমেশ্বরই জানেন। আমি ত হইার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না"। য়্যারমামুদ কমলের কথা শুনিয়া ক্রোধে কহিয়া উঠিল, "তোর এমন বুদ্ধি নহিলে এমন দশা হইবেক কেন? এতকাল কেবল চৌকীদারী করিয়া দাড়ি পাকাইলি, তবু তোর চারি টাকার অধিক মসহারা হইল না"। এই কথা বলিয়া সে পুনর্ব্বার কহিল,

"ভাই কমল! চৌকীদারকে যাহা করিতে হয় আমি তাহাই করিয়াছি। দারোগা কহিয়াছেন হুজুর হইতে আমার পায়া বাড়িবেক, আর বাবুদের নিকট হইতে দশ টাকা বক্‌সিস্‌ও মিলিবেক। আমার চালি, চলন, কার, কারবার যদি হাকিমানের পসন্দ না হয়, তবে তাঁহারদের আমাকে উচ্চ পায়া ও বক্‌সিস্‌ দেওয়া কিরূপে সম্ভবিতে পারে?। তুমি এখন মনে ২ করিতেছ, এই আসামী গেরেপ্তার করায় আমার অন্যায় হইয়াছে, কিন্তু তাহা নয়। বিচারের দিন পোলিসে আসিলে দেখিতে পাইবে, কে অন্যায় করিয়াছে"।

কমল কহিল, "ভাই! তোমায় আমায় মিছামিছি ঝকড়া কলহে আবশ্যক কি? সে যদি একান্ত দোষীই হয়, শাজা পাইবেক। এখন আমি চলিলাম, আমার বড় প্রয়োজন আছে"। এই কথা বলিয়া সে তথাহইতে চলিয়া পোলিসের অভিমুখে গমন করিল, এবং অবিলম্বেই তথাকার কার্য্য সমাধা করিয়া শীঘ্র ২

থানায় গিয়া গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। কমল চৌকীদারকে দেখিবামাত্র গোপালের চক্ষু দুটি অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কমলের সাক্ষাতে সবিশেষ বিবরণ করিয়া কহিতে অনেক যত্ন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু অন্তর্বাষ্পে তাহার কণ্ঠদেশ অবরুদ্ধপ্রায় হওয়াতে, আপাততঃ খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও নির্গত হইল না।

অনন্তর গোপাল কাঁদিতে২ কহিল, "কমল দাদা! এই দেখ আমার দুর্গতি! কোন দোষের দোষা নহি, তথাপি এ সকল অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে। আঃ! চৌকীদারে আমাকে বাঁধিয়া কত নিগ্রহ করিয়াছে, এবং এখানে জমাদার প্রভৃতিরা বা কতই প্রহার ও অন্যান্য যাতনা দিয়াছে, তাহা আর বলিয়া জানাইতে সমর্থ নহি?। বিশেষতঃ এই সকল লোকদিগের কটুভাষায় যে সমস্ত গালাগালি, তাহা আমার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে"। এই রূপে গোপাল কমলের

নিকট আপনার মনের বেদনা সকল বিবরণ করিয়া, যে রূপে নোটখানি পাইয়াছিল, এবং যে প্রকারে ধৃত ও থানায় আনীত হইয়াছিল, সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিয়া শুনাইল। ফলে সুহৃদ্বর কমলের নিকট সেই সকল ক্ষোভের কথা কহিয়া তাহার ক্ষোভেরও কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হইল। পরে সে কহিল, "দাদা! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর কিছু অবশিষ্ট থাকে পরেও হইবেক, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। এক্ষণে ক্লেশের মধ্যে এই যে, কামিনী আমার এ দুর্গতির বৃত্তান্ত তোমার মুখ থেকে শুনিলে যে কত দূর পর্য্যন্ত দুঃখিত হইবে, এবং কি অনবস্থায় কাল হরণ করিবে, আমার সেই ভাবনাই প্রবল হইতেছে। সে তোমার মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্র অতিশয় অধীরা হইবেক। অতএব দাদা! এক কর্ম্ম কর, আমাকে একটু কাগজ ও কালী কলম আনিয়া দেও, আমি স্বহস্তে তাহার প্রত্যয়ের জন্য এক খানি পত্র লিখিয়া তোমাকে দিয়া পাঠাইয়া

দি। তাহা দেখিলেও তাহার মনে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য হইতে পারিবেক। পরে সে যদি একান্ত কাতরা হয়, তোমরা বুঝাইয়া পড়াইয়া সান্ত্বনা করিবে। যাহা হউক, কমল দাদা! এক্ষণে আমাকে একখানি পত্র লিখিবার আয়োজন করিয়া দেও এবং শীঘ্র২ তাহা লইয়া গিয়া কামিনীকে দিয়া সান্ত্বনা কর"।

গোপালের কথা শুনিয়া কমল চৌকীদার তৎক্ষণাৎ মুহুরীদিগের নিকট হইতে কালী কলম কাগজ আনিয়া প্রস্তুত করিলে, গোপাল কামিনীকে একখানি পত্র লিখিল।

"প্রাণাধিক প্রিয়তমে! ভগিনি! কামিনি!

কল্য আমি বাসাহইতে বাহির হইয়া এদিক্ সেদিক্ এপথ সেপথ করিয়া বেলা তিনটার সময়ে লালবাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রৌদ্রে২ বেড়াইয়া আমার তখন এমনি পিপাসা পাইয়াছিল যে, আমি জল অন্বেষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নিকটেই একখানি পোদ্দারের দোকান

আছে, তথায় গিয়া জল চাহিলে তিনি একঘটী জল আনিয়া দিলেন। পিপাসায় আমাকে এমনি ব্যাকুল করিয়াছিল যে তাহা ধীরে ২ পান করিতে গৌণ সহিল না। একেবারে অধিক জল মুখে ঢালাতে সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া কোঁচার কাপড়টা প্রায়ঃ ভিজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঘটী রাখিয়া কোঁচার মুড়া খুলিয়া দেখিলাম নোটখানিও ভিজিয়া গিয়াছে। জল খাওয়া সেই পর্য্যন্ত রহিল। তখন "কি হইল! সর্ব্বনাশ হইল"! বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলাম। বেণিয়া "কই নোট ভিজিয়াছে দেখি ২ দেও দেখি" বলিয়া আমার হাত থেকে অমনি তখনিই তাহা লইল, এবং তাহার সঙ্খ্যার অঙ্ক দেখিয়া "এই যে সেই খোয়া নোট পাওয়া গিয়াছে" বলিয়া চেঁচাইলে পর, নিকটস্থ এক জন চৌকীদার তখনি অমনি তাহার হাত থেকে তাহা লইল। খানিকক্ষণ তাহারদের উভয়ের মধ্যে "আমি চোর ধরিয়াছি, আমি চোর ধরিয়াছি" বলিয়া বিবাদ হইতে লাগিল। শেষে চৌকীদার আমাকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া চুরি সাব্যস্ত করিবার জন্য নানা প্রকার কটুভাষায় গালাগালি ও নিগ্রহ করিয়া থানায় চালান দিয়াছে। এখানে দারোগা মহাশয়ের কথায় জমাদার প্রভৃতিরাও অত্যন্ত প্রহার পূর্ব্বক গায় বিচুটি দেওয়া, নাভিতে ঘুরঘুরা বাঁধা প্রভৃতি অসহ্য যাতনা সকল দিয়াছে! কি করি, উপায়ের অভাবে এই সমস্ত অসহ্য যাতনা সহিতে হইযাছে, কিন্তু মনে জানি যে, আমি কোন অংশে অপ-

রাধী নহি, এই জন্য এত ক্লেশেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছি। পরমেশ্বর সকল দেখিতেছেন, সকল শুনিতেছেন, তিনি অবশ্য ২ ইহার সুবিচার না করিয়া থাকিবেন না। যাহা হউক, এক্ষণে যাবৎ আমার এ বিষয় বিচার হইয়া শেষ না হইবেক, তাবৎ তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবেক না। আর বোধ করি বিচারকালে তোমাকে সাক্ষ্য দিতেও আসিতে হইবেক; কেনণো আমার এ বিষয় সত্য মিথ্যা তুমি বই অন্য কেহই জানে না। সুতরাং অমনি ২ যদি ইহা শেষ না হয়, তবে অগত্যা তোমার নাম না করিলেও আমার নিস্তার নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তোমাকেও কাছারীতে আনিতে হইল, কিন্তু ইহাতে তুমি মনে কিছু দুঃখ বা সংকোচ করিও না। সন্তানে যেমন পিতার নিকট যাইতে কোন সংকোচ করে না, রাজার নিকট প্রজারও তদ্রূপ না করা উচিত। অতএব যদি তুমি এখানে না আইলে একান্তই না চলে, করিবে কি, কমল দাদাকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। তুমি আসিয়া সাক্ষ্য দিলে পর, আমার দোষাভাব সাব্যস্ত হইবেক, সন্দেহ নাই"।

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষস্য।

গোপাল পত্রখানি কমল চৌকীদারের হস্তে দিয়া কহিল " কমল দাদা ! কামিনী বাসায় একাকিনী রহিয়াছে, দেখিও যেন সে কোন কষ্ট পায় না। আমরা তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকি বটে, কিন্তু পিতার মত মান্য করি। আর তুমিও আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় অকপট স্নেহ করিয়া থাক। এই অসময়ে যখন এখান পর্য্যন্ত তত্ত্ব লইতে আসিয়াছ, তখন তোমার বন্ধুতা পকাশ যত দূর করিতে হয়, তাহা করা হইয়াছে। পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি " যে ব্যক্তি রাজ দ্বারে এবং শ্মশানে থাকিয়া তত্ত্বাবধান করে সেই প্রকৃত বন্ধু"। ফলে বিপদ্ পড়িলেই বন্ধুর বিশেষ পরীক্ষা করা যায়। এই দূরবস্থার সময়ে এখান পর্য্যন্ত আসিয়া তত্ত্ব লওয়াতে তোমার গুণ আর আমাদের প্রাণ থাকিতে বিস্মৃত হইবার নহে"।

কমল গোপালের পত্রখানি কামিনীর হস্তে দিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিয়া শুনা-

ইলে পর সে প্রথমতঃ রোদন করিতে লাগিল। পরে কমলের নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যদ্বারা মনেং কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা জন্মিলে সে পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিল। কামিনীর এক প্রকার অক্ষর পরিচয় ছিল, আর কমলের প্রমুখাৎও বাচনিক শুনা হইয়াছে। বিশেষতঃ গোপালের অক্ষর পড়িতে তাহার বড় ক্লেশ হইত না। সুতরাং সে পত্রের মর্ম্ম অনায়াসেই অবগত হইয়া কাঁদিতে২ কহিতে লাগিল "কমল দাদা! এ কি সর্ব্বনাশের বিষয় উপস্থিত! আমার যে এখানে কেহই অভিভাবক নাই। অভিভাবক বল, রক্ষক বল, প্রতিপালক বল সকলই আমার দাদা। এখন দাদার এই দশা হইল, উপায় কি করা যায়!"। কমল কহিল, "কামিনি! এত ভাবনাই করিতেছ কেন? তোমার দাদা ত দোষী নয়। দোষী হইলে বরং ইহা ভাবনার বিষয় বলিতে পারিতাম। তোমরা পল্লীগ্রামের মানুষ, মোকদ্দমা মামেলার কথা শুনিলেই ভীত হও। ভয়ের কারণ থাকি-

লে ভয় কর ক্ষতি নাই ; নচেৎ অকারণে ভীত হওয়া কেবল ক্লেশকে ডাকিয়া আনা মাত্র। এমত সকল বিষয়ে আমাদের এখানকার লোকেরা খুব শক্ত। সর্ব্বদা দেখিয়া শুনিয়া মনকে দৃঢ় করিয়াছে। ইহারা এমন২ ক্ষুদ্র বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না। গোপাল কালি পরশুর মধ্যে এবিষয়ের বিচার হইলেই খালাস পাইবে, তুমি এ জন্য ভাবিত হইও না। আমরা আছি, সর্ব্বদা তত্ত্ব করিব, চিন্তা কি?"।

কামিনী কহিল, "কমল দাদা! যাহা বলিতেছ সব সত্য বটে, কিন্তু আমার মন যে কোন মতে প্রবোধ মানিতেছে না, করি কি? মনে জানি, বিপদের সময়ে অধৈর্য্য ও সাহসহীন হওয়া ভাল নয়, কিন্তু এমনি ব্যাকুল হইয়াছি যে, কাজে সেটি করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, যাহা ঘটিবার তাহা খণ্ডিবার নহে। সম্প্রতি তোমাকে এক কর্ম্মের ভার লইতে হইবেক। যাবৎ ইহার বিচার না হয়, তাবৎ পতি দিন যেন দাদার তত্ত্ব লওয়া এবং আ-

মাকে তাহার সমাচার দেওয়া হয়। কমল কহিল, "সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, এ কথা তোমার বলা অধিক, না বলিলেও করিতাম, তাহার ভুল নাই"। এই বলিয়া সে বাটী গমন করিল, এবং রাত্রিকালে পাছে কামিনী একাকিনী থাকিয়া ভয় পায়, এ জন্য সে আপন ভগিনীকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিল।

পর দিন কমল সকাল২ প্রস্তুত হইয়া গোপালকে দেখিতে বহির্গমন করিয়া, থানায় গিয়া শুনিল যে, দারোগা তৎপর দিবস গোপালকে পোলিসে চালান করিবেন। ইহাতে সে গোপালকে বুঝাইয়া পড়াইয়া কহিল, "তবে এখন আমি বাটী চলিলাম, কল্য দশটার সময়ে পোলিসে যাইয়া হাজির হইতেছি। কামিনীকে লইয়া আসা যদি একান্তই ঘটিয়া উঠে, পরে তখন গিয়া তাহাকে আনা যাইবেক? আগে তাহাকে আনিবার আবশ্যকতা নাই"। এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং কামিনীর নিকটে গিয়া কহিল,

"কামিনি! শুনিয়া আইলাম, কালি তোমার দাদা পোলিসে চালান হইবেন, এবং বিচার-পতি তাহার বিষয় বিচার করিবেন। আশঙ্কা করিয়াছিলাম, না জানি গোপালকে কত ক্লেশ পাইতে হইবেক কিন্তু এখন আর সে আশঙ্কা নাই"। কামিনী এই সমাচার শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং কহিল, "দাদা! তবে যাইবার সময়ে আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইও"। কমল কহিল, "প্রথমে তোমার যাইবার আবশ্যক নাই, আগে আমি সেখানে যাইয়া দেখি, যদি তুমি না গেলে কাজের হানি হয় বুঝি, তখন আসিয়া লইয়া যাইব"। এই বলিয়া সে তথা হইতে বাটী গমন করিল।

এদিকে পরদিন দারোগা স্বয়ং রীতিমত প্রতিবাদীর বাচনিক উত্তর সকল লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে য়্যারমামুদ চৌকীদার ও থানার বরকন্দাজ প্রভৃতিকে সঙ্গে দিয়া আসামীকে মালশুদ্ধ পোলিসে চালান করিলেন। গোপাল উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, কমল চৌকীদার

সর্ব্বাগে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাতে তখন তাহার মনে২ অতিশয় আনন্দ হইল। পরে য়্যারমামুদ চৌকীদার তাড়াতাড়ি দারোগার প্রেরিত চালান পত্র ও লোপ্ত্র মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া কিয়দ্দূর অন্তরে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলে পর, ঐ পত্র শুনানি হইবার আদেশ হয়। অনন্তর সাহেব তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া অনুমতি করেন যে, শ্যামবাজার নিবাসী ফরিয়াদী শ্যামচাঁদ বাবুর নিকট রীতিমত এক এত্তালানামা পাঠান যায় যে, তিনি এখনি এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এত্তালানামা লিখিত হইয়া প্রস্তুত হইলে সাহেব তাহাতে দস্তখত করিয়া একজন চাপড়াশীকে দিয়া সেই বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

চাপড়াশী বাবুর বাটীতে গিয়া দ্বারবানের মুখে শুনিল, বাবু বাটীতে নাই। সুতরাং সে অবিলম্বেই চিঠিশুদ্ধ ফিরিয়া আইল এবং সাহেবের নিকটে নিবেদন করিল "খোদাবন্দ

বাবু এখন ঘরে নাই, কখন, বা কবে আসিবেন এবং কোথায় গিয়াছেন, তাহার কিছুই ঠিকানা পাওয়া গেল না"। তখন সাহেব মোকদ্দমার ভাব ও গতিক বুঝিবার জন্য আসামীকে নিকটে হাজির করিতে আজ্ঞা করিলে পর য়্যারমামুদই তাহা করিতে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বে গোপালের মুখখানি সর্ব্বদাই সহাস্য ও প্রসন্ন থাকিত, এখন তাহা সাহেবের মুখ দেখিয়া এককালে শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল। সাহেব জবানবন্দীনবীস্‌কে প্রশ্ন উত্তর সকল লিখিতে আদেশ করিয়া আপনই গোপালকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ।"

"তোমার বয়স্ কত?"

"প্রায়ঃ তের বৎসর।"

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"নিজ কৃষ্ণনগর।"

"কত দিন কলিকাতায় আসিয়াছ?"

"প্রায়: দুই মাস হইল।"

"তোমার বাসা কোথায় ?"

"খালধারে অমুক বাবুর বাগানে।"

"তুমি কি কর্ম্ম কর ?"

"সদ্দার মালীর কর্ম্ম।"

"এ নোট কোথায় পাইলে ?"

"এক বাবু দিয়া গিয়াছেন।"

"সাক্ষী কে আছে ?"

"আমার ভগিনী কামিনী।"

"আচ্ছা বস্ হইআছে, তুমি এখন বসিতে পার।"

গোপাল সেলাম করিয়া বসিল। সাহেব তাহার সাক্ষীকে উপস্থিত করিবার জন্য রীতি মত সফীনা জারী করিলেন। যখন সফীনা লইয়া পিয়াদা যায়, তখন কমলও তাহার সঙ্গে ২ চলিল। ঐ সময়ে য়্যারমামুদের মানিত চারি জন সাক্ষীর নামেও সফীনা জারি হয়। সফীনা পাইবামাত্র তাহারা হুজুরে হাজির হইলে পর সাহেব তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। বেলা তিনটা বাজিয়াছে, এমন সময়ে কামিনীকে আনিয়া হাজির করিল। সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা বাদ করিলে, সে যাহা ২

কহিল, তাহা সকলই সত্য এবং গোপালের সকল কথারই পোষক। বিচার পতি কহিতে লাগিলেন "হেদেখ! তোমাদের দুইটি ভাই বোনকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে. কিন্তু যে প্রকার আইন, তাহাতে আসামীর কায়িক শ্রম, ও বেড়ীপায় এবং ভারী মিয়াদ হইতে পারে। বিশেষতঃ চৌকিদারের সাক্ষীরা এবিষয়ে কহিল " আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি. আসামী আপনমুখে চুরী কবুল করিয়াছে, এবং চৌকিদারকে কিছু ঘুষ দিয়া সরিতে চাহিয়াছে"। তোমরা ত এমন কোন মাতবর সাক্ষীও দিতে পারিতেছ না যে, তাহার সাক্ষ্যে খালাস পাইতে পার। অতএব এখন আমি তোমাদের আর কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। বিচারে আসামীর দোষই এক প্রকার সাব্যস্ত হইল। এক্ষণে রীতিমত হুকুম না দেওয়া বড় অন্যায়"।

এই বলিয়া সাহেব তহবিলদারকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ! তুমি এই নোট

খানি শ্যামচাঁদ বাবুর নামে জমা রাখিয়া তাহারই নামে খরচ লিখিয়া দশটি টাকা আনিয়া এই য়্যারমামুদ চৌকিদারকে বক্সিস্ দাও"। খাজাঞ্চী সেই আদেশ সাধনে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। অনন্তর সাহেব তাহাকে মলঙ্গার থানায় জমাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া অতিশয় প্রশংসা পূর্ব্বক এক পরওয়ানাও প্রদান করিলেন। এবং দারোগাকেও যৎপরোনাস্তি প্রশংসার এক পত্র লিখিলেন।

অনন্তর আসামীর নাম উল্লেখ করিয়া আইনমত হুকুম দেন২ এমনি সময়ে কামিনী কাঁদিতে২ গিয়া সাহেবের পায়ের উপরি পতিত হইল। সাহেবের স্বভাবটি বড়ই দয়ালু ছিল, সুতরাং তিনি তাহার তাদৃশ কাতরতা দেখিয়া সহসা আর উৎকট হুকুম জারী করিতে পারিলেন না, কেবল "কি করিতে পারি, আমি স্বাধীন নই, আমাকে অবশ্য আইনের মতে চলিতে হইবেক" এই প্রকার কথা সকল কহিতে লাগিলেন। কামিনী অনেক ক্ষণ কাকূতি

বিনীতি করিয়া নিবেদন করিল "আপনি বি-
চারপতি পিতার স্বরূপ, অনুগ্রহ করিয়া যদি
এক সপ্তাহ কাল এই মোকদ্দমা স্থগিত রাখেন,
তাহা হইলে, আমি যেখান থেকে হউক না
কেন, সেই বাবুকে আনিয়া হাজীর করিতে
পারি। তিনি আসিয়া যদি আমার দাদাকে
দোষী বলেন, তবে আপনি যাহা ইচ্ছা দণ্ড
আদেশ করিবেন"।

বিচারপতিকে দয়াপরবশ হইয়া তাহাই
স্বীকার করিতে হইল। সুতরাং গোপালও
সপ্তাহের জন্য আবার থানায় প্রেরিত হইল।
কামিনী সাহেবের আজ্ঞায় কমল চৌকীদারের
সঙ্গে বাসায় ফিরিয়া গেল। পথে যাইতে২ কা-
মিনী কমলকে কহিল "কমল দাদা! শুনিয়া
আইলাম বাবুর নাম শ্যামচাঁদ ও তাঁহার
বাটী শ্যামবাজার। অতএব চল না কেন আ-
মরা সেখান দিয়া তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান
করিয়া বাসায় যাই"। কমল সম্মত হইল এবং
উভয়েই শ্যামবাজারের সেই বাবুর বাড়ীতে

গমন করিল। কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কখন বা কোন দিনে আসিবেন তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিল না। সুতরাং তখন তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতেই হইল। পর দিন কামিনী কমলকে কহিল “কমল দাদা! আজি ত সপ্তাহ মিয়াদের দুই দিন যায়, একবার কেন শ্যামবাজারে যাইয়া বাবুর অন্বেষণ করিয়া আইস না” কমল কহিল “সাত দিনের অনেক বিলম্ব আছে। এবেলা আমি অনেক ঝঞ্ঝাটে আছি, দেখি যদি বৈকালে পারি ত যাইব” কামিনী বিকাল বেলায় আবার কহিল কিন্তু কমলের যাইবার অবকাশ হইল না।

কামিনী ভাবিয়া দেখিল যে, কমল দাদার কখন বা অবকাশ হইবেক, কখনই বা তিনি যাইতে পারিবেন, আমি নয় কালি সকালে গিয়া বাবুর তত্ত্ব লইয়া আসি। মনে২ ইহা স্থির করিয়া সে তাহার পর দিন প্রত্যূষে উঠিল এবং চারি আনা পয়সা সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া সূর্য্য উদয় হইতেছে এমন সময়ে তথায়

যাইয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করাতে দ্বারপাল কহিল "গত রাত্রে সমাচার পাইয়াছি শ্যাম্ বাবু কল্য টাকীতে তাঁহার বন্ধুর বাটীতে গিয়াছেন, সেখান হইতে আজি কালির মধ্যে যশোহরে একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবেন। তাঁহার এথানে আসিতে সাত আট দিন বিলম্ব হইবেক"।

কামিনী শুনিবামাত্র অমনি ধূলিপায় টাকীর দিকে প্রস্থান করিয়া, লোকদিগকে জিজ্ঞাসিতে২ দুই দিনের দিন তথায় উপস্থিত হইল এবং সেখানে গিয়া শুনিল, শ্যামবাবু সেই দিনই প্রস্থান করিয়াছেন। কামিনী একে বালিকা তাহাতে এত পথ একেবারে কথনই চলে নাই, সুতরাং বিশ ক্রোশ পথ ক্রমাগত চলিয়া গিয়া তাহার পা দুখানি অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিল, বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে রাজপথের ধূলি সকল অগ্নির ন্যায় তপ্ত হইয়া থাকে। কামিনী থালিপায় সেই পথে যাওয়াতে তাহার পদতলে স্থানে২ ফোস্কাও হইয়াছিল। যেমন জ্বালা তেমনি

বেদনা, কষ্টের আর অবধি নাই এমনি ধারা হইল। তথাপি সে মনে করিল, যদি এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়া নিষ্ফলে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমার এ ক্লেশ দ্বিগুণ হইবেক, অথচ কোন কাজ হইবেক না। বিশেষতঃ অন্য কোন কাজ নয় যে তাহা হইল২ বা না হইল২ বোধ করিয়া মনে২ প্রবোধ দিতে সমর্থ হইব"।

মনে২ এই প্রকার কল্পনা স্থির করিয়া, কামিনী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিল। নিদ্রাবস্থায় তাহার পায়ের বেদনা এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে, তদুপলক্ষে তাহার শিরোবেদনা পূর্ব্বক কম্পাজ্বর উপস্থিত হয়। যাতনায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিল বেলা নিতান্ত অবসান হইয়াছে; সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ইহাতে সে যৎপরোনাস্তি খিদ্যমনা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। দুরদৃষ্টবশতঃ তাহার জ্বরের প্রকোপ তখন এমন

বলবান্ হইতে লাগিল যে তাহাতে তাহার চৈতন্যমাত্র রহিল না। মধ্যে২ উদ্বোধ হইলেই এক২ বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক "হায়২! বিধাতা আমাকে দাদার অসময়ে কিছু উপকার করিতে দিলেন না, চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সফল হইল না"। এই কথা বলিতে২ তখনি অমনি পূর্ব্ববৎ বিহ্বল হইতে লাগিল।

টাকী নিবাসি ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের বাটীর একটি বাবু কয়েক জন পারিষদ্ সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, পথি মধ্যে গাছতলায় কামিনীকে সেই রূপ অচেতনাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তিনি দয়া করিয়া নিকটবর্ত্তী দুই চারি জন প্রজাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা এই মেয়েটিকে আমাদের বাটীতে লইয়া চল"। প্রজারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহাকে লইয়া গেল। বাবু তাহার পরিচর্য্যার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কামিনী কোথায় আনীত

হইল, কি বা হইতে লাগিল, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না।

এদিকে কমল চৌকীদার প্রাতঃকালে কামিনীর বাসাতে আসিয়া দেখিল বাসার দ্বার রুদ্ধ, কামিনী ঘরে নাই। ইহাতে সে এখানে সেখানে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু সে কোথায় গিয়াছিল তাহার কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। পরে সে ভাবিল হয়ত কামিনী শ্যামচাঁদ বাবুর বাটীতে গিয়া থাকিবেক। ইহা ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি শ্যামবাজারে গমন করিল, এবং সবিশেষ তত্ত্ব লইয়া জানিতে পারিল যে, প্রাতঃকালে একটি মেয়ে শ্যামচাঁদ বাবুর অন্বেষণে আসিয়াছিল, কিন্তু সে পরে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। ইহাতে সে ব্যস্ত হইয়া পুনর্ব্বার বাসায় ফিরিয়া আইল, তথাপি কামিনীকে দেখিতে পাইল না। কমল মনে২ ভাবিতে লাগিল, গোপাল আমাকে আত্মীয় ভাবিয়া আমার হস্তে কামিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিল। আমি এখন

তাহার কাছে গিয়া কিরূপে বলিব যে তোমার ভগিনী কামিনী কোথায় গিয়াছে, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। ফলে এ বিষয়ে আমাকে গোপালের নিকট অপ্রতিভ হইতে হইল। যাহা হউক, এক্ষণে তাহার কাছে গিয়া এই বিষয় না জানান আর ভাল দেখায় না। ইহা ভাবিয়া সে গোপালের নিকট গমন করিল।

গোপাল, কামিনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিত। কমলের মুখে এই অশুভ সমাচার পাইবামাত্র সে বক্ষঃস্থলে ও কপালে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করত অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল। কমল অনেকবার তাহাকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গোপালের কাতরতা দেখিয়া তাহার কথা কহা দূরে থাকুক, বরং সে সেই ক্রন্দনে তাহার সঙ্গী না হইয়া থাকিতে পারিল না। পরে অতি কষ্টসৃষ্টে গোপালকে হাতে ধরিয়া কহিল, "গোপাল! নিতান্ত ব্যাকুল হইও না, আমি কামিনীর অন্বেষণে রহিলাম অন্বেষিতে২ অবশ্যই কোথাও

দেখা যাইবেক। আমি ভাল জানি, কামিনী বড় বুদ্ধিমতী। তোমার এ বিপদের সময়ে যে সে একান্ত অনুদ্দেশ হইয়াছে, এমত বোধ হইতেছে না। আমার অনুমান হয় সে অবশ্য কোন বিশিষ্ট পন্থা দেখিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই"। এই বলিয়া সে বাটী আসিতে চাহিলে, গোপাল কহিল, "কমল দাদা! বিনা দোষেত আমাকে গুরুতর দণ্ড সহিতে হইল। যাহা হউক, আপনি ত মজিতে বসিয়াছি, আবার ভগিনীটিকেও একেবারে হারাইলাম বোধ হইতেছে। কারণ পরশু দিন সে সাহেবকে কহিয়াছিল, "আমি সপ্তাহ মধ্যে বাবুকে আনিয়া হাজির করিব"। সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য সে বাবুর অন্বেষণে শ্যামবাজার পর্য্যন্তও গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া হয় ত কাহাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিতে পারিয়াছে, বাবু অনেক দিন বিলম্বে আসিবেন। তাহাতে আমার ভাবি বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া হয় ত মনে করিয়া থাকিবেক, নিকটে

থাকিয়া দাদার অশুভ ঘটনার কথা শুনা অপেক্ষা বরং দূরে থাকিয়া কিছু না শোনা ভাল। ইহা ভাবিয়া কামিনী হয়ত কোথায় প্রস্থান করিয়াছে"। কমল কহিল, "না, না, গোপাল! এমত দুর্ভাবনা করিবার আবশ্যক নাই। আমার মনে একথা কোন রূপেই লইতেছে না"। এই সকল কথা বার্ত্তার পর কমল গোপালকে বলিয়া কহিয়া প্রস্থান করিল।

এইরূপে কমল চৌকিদার প্রতিদিন গোপালকে দেখিতে আসিয়া কহিত "গোপাল! তুমি ভাবিত হইও না, আমি প্রায়ঃ অনেক চৌকিদারকে বলিয়াছি, তাহারা শীঘ্র২ কামিনীর সংবাদ আনিয়া দিবেক"। কিন্তু গোপালের মন সে সব বাক্যে প্রবোধ মানিত না। মধ্যে এক দিবস যেমন বিজাতীয় ঝড়, তেমনি বৃষ্টি; আর সঙ্গে২ প্রচুর শিলা বর্ষণ ও বজ্রাঘাত হইয়াছিল। তাহাতে গোপালের মনে নিশ্চয়প্রায় বোধ হইল যে, কামিনী আর এ দুর্দ্দিনে কোন রূপেই প্রাণ বাঁচাইতে পারে নাই। মনে২

এ প্রকার উদ্বেগ জন্মিবাতে গোপাল একবালে আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া কেবল দিবানিশি ভগিনীর চিন্তাই সার করিল।

গোপালের এই প্রকার মহাকষ্টে কালযাপন হইতে২ যে দিবস মিয়াদ বহির্ভূত ও তাহার মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবেক সেই দিবস উপস্থিত হইল। দারোগা দশটার সময়েই জমাদার, বরকন্দাজ, য়্যারমামুদ চৌকিদার প্রভৃতিকে সঙ্গে দিয়া আসামীকে রীতিমত পোলিসে চালান করিলেন। এবং আপনিও মুহুরির হস্তে থানার কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া অবিলম্বে কাছারী গমন করিলেন। গোপালের পীঠপর কমল চৌকিদারও নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। দৈবযোগে সে দিবস পোলিসে এত মোকদ্দমা উপস্থিত যে, গোপালের মিছিল উঠিতে প্রায়ঃ দুই প্রহর তিনটা বেলা হইল।

গোপাল অনাহার ও নিদ্রাভাব প্রভৃতি নানা ক্লেশে, বিশেষতঃ কামিনী কোথা গেল এবং কি হইল এই উদ্বেগে যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ও

কাতর হইয়া বিচার গৃহের এক কোণে ভূমিতেই শয়ন করিয়া রহিয়া আছে, এবং অনবরত নয়ন জল ধারাতে ভূমিকে সিক্ত করিতেছে। কমল এক২বার নিকটে যাইয়া সাহস ও সান্ত্বনা বাক্যে কহিতেছে, "আঃ! গোপাল! ক্ষান্তই হও, অনবরত কাঁদিয়া২. একটা মহামারী ব্যামোহ করিবে না কি?। দেখই না কেন ধর্ম্মের গতি কি। একান্ত মনে পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই রক্ষা করিবেন"। গোপাল তখন ব্যাকুলতা প্-ভাবে এসব কথায় আর কোন উত্তর করি-তে না পারিয়া মনে২ পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিল।

বেলা প্রায়ঃ সাড়ে তিনটা হয়, এমত সময়ে গোপালের মিছিল উঠিল। মেজিষ্ট্রেট সাহেব রীতিমত আসামীকে সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা ক-রিলে য্যারমামুদ তাহাকে তুলিয়া হাত ধরিয়া হাজির করিল। সে দিবস গোটাকত কুৎসিত মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে সাহেবের মনঃ নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি তা-

হাকে উপনীত করিবামাত্র ঈষৎ রাগাপন্নভাবে গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কই! এ মোকদ্দমার সাক্ষী তোমার ভগিনী কোথায়? আর সে যে বাবুকে হাজির করিবার জন্য সপ্তাহ মিয়াদ চাহিয়াছিল, এখন সে বাবুই বা কোথায়?"। গোপাল ইহাতে কি উত্তর দিবেক, কাজে কাজেই সে নিরুত্তর ও অধোবদন হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। দারোগা জমাদার প্রভৃতিরা অমনি কহিয়া উঠিল, "খোদাবন্দ! আসামীকে বড় ছোট বোধ করিবেন না, ইনি এক জন"। সাহেব আরো রাগত হইয়া কহিলেন, "হাঁ২! আমার ঠিক বোধ হইতেছে, আসামীর সাক্ষীর সকল কথাই মিথ্যা, মাল ইহার চুরি করা বটে, তাহার ভুল নাই। এক্ষণে হুকুম লেখা যায়, আসামীর বমেহনৎ ও বজিঞ্জির তিন বৎসর মিয়াদ হয়।

হুকুম হইবামাত্র হুজুরের মুহরী তাহা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই লিপিখানি প্রস্তুত হইয়া হুজুরের স্বাক্ষরিত হইলেই গো-

পাল কারাগারে প্রেরিত হয়। সাহেব অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন নীচে বড়ই গোলমাল হইতেছে। তৎক্ষণাৎ চাপড়াশীদিগকে ডাকিয়া বারণ করিয়া পাঠাইলে তাহারা "চুপ্ ২, কে ওখানে গোল করিতেছে, সাহেব বড় খাপ্পা হইয়াছেন"। বলিয়া চীৎকার করিল, কিন্তু তাহাতে গোলমালের কিছুই শান্তি না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল।

সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং যাইয়া দেখিতে উঠিবামাত্র চাপড়াশীদিগের দুই চারি জন আগে ২ দ্রুতবেগে অমনি নামিয়া গেল, এবং তখনি "খোদাবন্দ' এক বাবু আসিতেছেন" বলিতে ২ দ্রুতবেগে উঠিয়া সাহেবকে সমাচার কহিল। সাহেব ব্যাপারটাই কি দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া খানিকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন, জন দুই লোক আগে ২ "সর ২ পথ দেও" বলিতে২ আসিতেছে, এবং তৎপশ্চাৎ২ এক জন

স্থূলকায় বাবু একটি বালিকার হাত ধরিয়া আনিতেছেন। একে শরীরের ভরে তাঁহার চলচ্ছক্তি বড় অধিক ছিল না, তাহাতে আবার বালিকাটির অবলম্বন স্বরূপ হওয়াতে তাঁহার আরো অধিক পরিশ্রম বোধ হইয়াছিল। যখন উপরি উঠিলেন তখন তিনি আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত ঘামিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

বাবু কপালের ঘাম মুচিতে ইচ্ছুক হইয়া যেই কামিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই ক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া "কি হইল কামিনি! কি হইল, পড়িলে কেন?" বলিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলেন, তাহার দাঁতে ২ ঠেকিয়াছে। লোক জন আমলাগণ সকলেই আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কেহ বাতাস করিতে লাগিল। কেহ এক ঘটী জল আনিয়া তাঁহার মুখে চোকে ছিটা দিতে লাগিল। কেহ বা তাহার দাঁত কপাটী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মেজিষ্ট্রেট সাহেব কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া স্বচক্ষে ঐ সমুদায়

দেখিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বাবুকে উহার মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু বাবু যে প্রকার হাঁপাইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার উত্তর দেওয়া বড় সহজ হইল না। সাহেব ফাঁকায় এক খানা চৌকী দেওয়াইয়া তাঁহাকে বসিতে ও বিশ্রাম করিতে কহিলেন।

এদিকে গোপাল, 'কামিনী' এই নাম শুনিবা মাত্র অমনি দৌড়াদৌড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া বসিল। এবং "কি হইয়াছে? কোথায় গিয়াছিলে! এমন করিতেছ কেন?" বলিয়া বার২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু কামিনী, তখন পর্য্যন্তও ভাল চৈতন্য হয় নাই বলিয়া উত্তর দিতে পারিল না। গোপাল ইহাতে মহাব্যাকুল হইতে লাগিল। কমল চৌকীদার কামিনী যাবৎ পর্য্যন্ত ভালমতে না সুস্থ হইয়া উঠিল, তাবৎ তাহার পরিচর্য্যা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না।

এখানে বাবুর কিঞ্চিৎ শ্রান্তি দূর হইলে পর তিনি সাহেবের নিকট কহিতে লাগিলেন,

"ধর্ম্মাবতার! ঐ বালিকার মূর্চ্ছার কারণ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। উহার ভাই গোপাল আমারি খোয়া নোট শুদ্ধ ধৃত হইয়াছে। ঐ বালিকা তাহার ভগিনী ও মানিত সাক্ষী। উহার নাম কামিনী। ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া উহার আমাকে আনিতে যে ক্লেশ হইয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত আছি। আমি যশোহর জিলায় একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। ঐ বালিকা একাকিনী আমাকে আনিবার জন্য যাইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অর্দ্ধেক পথ গিয়া টাকীতে উহার বড়ই জ্বর হইয়াছিল। তথাকার জমিদার মহাশয়দিগের বাটীর হিতলাল চৌধুরী নামক এক জন বাবু উহাকে পতিত ও জ্বরে বিহ্বল দেখিয়া নিজ বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি করাইয়াছিলেন। পরে এক দিন বিলম্বে উহার একটু চৈতন্য হইলে, তাঁহাদের নিকট কাঁদিতে২ সমুদায় বৃত্তান্ত কহিয়াছিল।

হিতলাল বাবু স্বভাবতঃ অতি দয়াবান্, বালিকার আর্ত্ততা ও কাতরতা দেখিয়া উহাকে

আশ্বাস দিয়া কহিয়াছিলেন,“তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, আমি ত্বরায় শ্যামচাঁদ বাবুকে আনিয়া দিতেছি। তিনি অবশ্য২ তোমাকে সঙ্গে লইয়া বিচারের দিন গিয়া তোমার দাদাকে খালাস করিয়া দিবেন। তিনি পরশ্ব এখান হইতে গিয়াছেন। তাঁহার গাড়ী এই গ্রামেই তাঁহার বন্ধুর বাটীতে রহিয়াছে। কল্য আসিবার কথা আছে শুনিয়াছি, তথাপি তোমার জন্য আমি তাঁহার বন্ধুকে ডাকাইয়া এখনি একখানি পত্র লিখিতে বলি এবং তাহা একজন লোককে দিয়া পাঠাইয়া দি; তুমি ব্যাকুল হইয়া পীড়া বৃদ্ধি করিও না”।

এই কথা বলিয়া তিনি আমার বন্ধুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বন্ধু আসিবামাত্র দুই জনের এক বাক্যে একখানি পত্র লিখিত হইল। এবং তখনি এক জন লোককে দিয়া তাহা পাঠাইতে বিলম্ব করিলেন না। আমি আসিতেছিলাম পথিমধ্যে লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং পত্রও পাইলাম। যে ভাবে পত্র লেখা ছিল তাহাতে আমাকে অতি সত্বরেই আসিতে হইল। আসিয়া দেখি-

লাম, কামিনী জ্বরে পড়িয়া কাতরাইতেছে। নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, আমার পা দুখানি ধরিয়া কাঁদিতে২ কহিল, "ভাগ্য-হইতে আসিয়াছেন, এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার দাদাকে মুক্ত করুন্"। আমি তখন উহাকে সান্ত্বনা করিয়া বাবুদের সহিত চলিয়া গেলাম। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তদবধি তাহার জ্বরের প্রকোপও ন্যূন হইতে লাগিল। অদ্য উহাকে গাড়ীতে করিয়া লইয়া আইলাম। কয়েক দিবস আহারাদি নাই। জ্বরও একেবারে ত্যাগ হয় নাই। এই জন্য এই ক্লেশে উহার মূর্চ্ছা হইয়াছে"।

সাহেব, কামিনীর বাবুকে আনয়ন করিবার বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং মনে২ তাহাকে কতই বা প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। পরে বাবু, সাহেবের নিকটে নোটের বিষয় তদাদি ভদন্ত কহিয়া শুনাইলেন, এবং কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এই নির্দ্দোষ বালক ও বালিকা

যে এত ক্লেশ পাইয়াছে, তাহাতে আমিই যৎ-পরোনাস্তি অপরাদ্ধ হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আসামীকে এইক্ষণেই মুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক। আমার অনবধানতায় যে এই অকৃতা-পরাধীরা এত ক্লেশ পাইয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড স্বরূপ এই এক শত টাকা উহা-দিগকে দিয়া অক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত আছি; আ-পনি স্বহস্তে উহাদিগকে প্রদান করুন। আর আমার নিবেদন এই যে, কামিনীর মুখে গোপা-লের উপরি যে প্রকার নিগ্রহ প্রভৃতি হইয়াছে শুনিয়াছি তাহার তথ্য লইয়া সুবিচার পূর্ব্বক যাহা বিধেয় হয় তাহা করিতে আজ্ঞা হউক"।

গোপাল ও কামিনীর চরিত্র শুনিয়া সাহে-বের সাতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছিল। ইহাতে বাবু বিচারের প্রার্থনা করিবামাত্রই গ্রাহ্য হইল। সাহেব প্রথমে য়্যারমামুদ চৌকীদারকে ডা-কিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আসামীকে কোন স্থানে গেরেপ্তার করিয়াছ?" ইহাতে তা-হাকে যথার্থই কহিতে হইল, "পোদ্দারের দো-

কানে জল খাইবার সময়ে ধরিয়াছি"। পো-দ্দারকে ডাকিয়া পাঠাইলে সে হাজির হইল, এবং ধর্ম্মভয়ে সমুদায় সত্য কথাই নিবেদন করিল। বেণিয়ায় মুখে যখন চৌকীদারের ঘুষ লইবার কথা প্রকাশ হয়, তখন সাহেব স্থির বুঝিতে পারিলেন, যে এ আসামীর বিপক্ষে যাহা কিছু করিয়াছে সকলই অত্যাচার তাহার সংশয় নাই। তখনি অমনি তাহার মানিত চারি জন সাক্ষীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তা-হারা হাজির হইলে, সাহেব এমনি ভয় প্রদর্শন করিলেন, যে তাহারা ঘুষ লইয়া সেইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, এ কথা না বলিয়া থাকিতে পা-রিল না। তখন সাহেব ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া তখনি এই হুকুম জারি করিলেন, "য়্যারমামুদ জমাদারী পায়া হইতে বরতরফ হয়, ও বকসীসের টাকা ফিরিয়া দেয়, আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা সম্বলিত দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদ থাকে। এবং উহার কর্ম্মে আর এক জন নূতন ব্যক্তি বহাল হয়"।

অনন্তর সাহেবের গোচর হইল যে, দারোগার আদেশে জমাদার বরকন্দাজ প্রভৃতিরাও গোপালকে বিস্তর যাতনা দিয়াছে। ইহাতে তিনি তাহাদিগকে নিকটে ডাকিতে আর কিছু মাত্র কালব্যাজ করিলেন না। তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র সকলগুলিকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া কাহাকে দুইশত, কাহাকেও একশত কাহাকেও পঞ্চাশ টাকা করিয়া দণ্ড করিলেন এবং তিন বৎসর মিয়াদে সকলকেই জেলখানায় কয়েদ রাখিলেন। অধিকন্তু হুকুম হইল যে তাহারা আর কখন কোন সরকারী কর্ম্ম করিতে পাইবেক না।

শ্যামচাঁদ বাবু গোপাল ও কামিনীকে ঐ এক শত টাকা দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। এবং মেজিষ্ট্রেট সাহেব এক জন বরকন্দাজকে একটি টাকা দিয়া আজ্ঞা করিলেন, "একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া এই দুই বালক বালিকাকে সঙ্গে লইয়া ইহাদিগকে বাসায় রাখিয়া আইস"। গোপাল ও কামিনী পরমেশ্বরকে শত২ ধন্যবাদ দিয়া সাহেবকে সেলাম পূর্ব্বক বিদায়

চাহিলে সাহেব গোপালকে কহিলেন, " আমি তোমার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি লেখা পড়া কর না কেন? লিখিলে পড়িলে তোমার ভাল কাজ কর্ম্ম হইতে পারিত; তোমার চরিত্র অতিশয় ভদ্র"। গোপাল পূর্ব্বেই তাহা করিতে ইচ্ছুক ছিল। এক্ষণে তাঁহার উৎসাহ বাক্যে তৎ-করণে অঙ্গীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। বাবুও রীতিমত বিদায় লইলেন। কমল চৌকীদার গোপাল ও কামিনীর সঙ্গে২ যাইতে উদ্যত হইলে পর, বাবু তাহাকে ডাকিয়া দুইটি টাকা পুরস্কার দিলেন। সাহেবও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজে ইহতে দশটি টাকা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরে গোপাল ও কামিনীও সন্তুষ্ট হইয়া কমলকে দশ টাকা দেয়।

বাছা! শ্রীদত্ত! সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের মধ্যে কত ভেদ, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখ। সৎ-কর্ম্মের সুফল, অসৎকর্ম্মের কুফল ফলিতে কদাচ অন্যথা হয় না। দৈবাৎ কখন কোন কার্য্যের গতিকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেরও অসৎফল ফলিয়া থাকে

ও তাহা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার অন্যথা ও সাধুফল লাভ হয় সন্দেহ নাই। শাস্ত্র কারকেরা সৎকর্ম্মীর জীবন মধুর ও অসৎকর্ম্মীর জীবন তিক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সত্কর্ম্মী যদি ক্লেশও পায় তাহা হইলে তাহার মনের সন্তোষে সে ক্লেশ ধর্ত্তব্যই হয় না; কিন্তু অসৎকর্ম্মী সুখরাশির উপরি আরূঢ় থাকিলেও তাহার মনের সন্তোষ কদাচ জন্মে না। সন্তোষ না হইলে সুখের বিষয় কি? ফলে তাহার মনে সর্ব্বদাই এমন উদ্বেগ হয় যে, পাছে তাহার সেই কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রকাশ পায় এবং উত্তর কালে তাহার তদুপলক্ষে কোন অনিষ্ট হয়। বাছা! এবিষয়ে আমার বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখা আছে, পুণ্যবান্ লোক মরণেও ভ্রূক্ষেপ করেন না, কিন্তু পাপীরা তাহার নামে সিহরিয়া উঠে।

এই রূপে গোপালের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হও-য়াতে সে এক দিন কামিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিল, "ভগিনি! ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের ভরণ পোষণের জন্য এখন কিছু দিন চিন্তা করিতে হইবেক না। অতএব আমার মত এই যে, এখন আমাদের এখানে কেবল মালীর মত থাকিয়া কালক্ষেপ করা উচিত নহে। আমরা যাহা কিছু বাঙ্গালা লেখা পড়া জানি, আইস তাহাই ভালরূপে শিখিতে চেষ্টা করা যাউক। এমনি ইচ্ছা হইতেছে, আজি বিকালেই বাজার হইতে পড়িবার পুস্তক সকল কিনিয়া আনি, এবং কালি অবধি পড়িতে আরম্ভ করি। ফলে সে দিবস মেজিষ্ট্রেট সাহেবের কথায় আমার লেখা পড়া শিখিতে বড়ই মনন হইয়াছে। কামিনী কহিল, "দাদা! তুমি ভাল বলিতেছ, আমারও ইহাতে ইচ্ছা হয় বটে। বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া এই রূপে নীচ লোকের ব্যবসায়ে চলিলে আমরা আর কত দিনে পিতা মাতার উপকার করিতে পারিব। পরমেশ্বরেচ্ছায় যদি

কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে, তবে আর এ রূপ শুভকর্ম্মে ক্ষণকাল বিলম্ব করা উচিত হয় না। অধিকন্তু এতদ্ব্যতীত আমার আরো একটী বিষয় শিখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা আছে। যদি এই সময়ে তাহারও কোন সদুপায় ও সুবিধা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল হয়"। গোপাল জিজ্ঞাসিল, "কামিনি! তোমার কি শিখিতে ইচ্ছা হয়, বল না কেন?। যে২ বিদ্যা শিখিতে তোমার যে২ সামগ্রীর আয়োজন করিতে আবশ্যক হয়; এখনি বল, আমি সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তত্তাবৎ প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত আছি"।

কামিনী, ভ্রাতার সম্মতি বুঝিয়া কহিল, "হেদেখ দাদা! যে বিবি প্রতি দিন বৈকাল বেলায় দুইটী মিস বাবাকে সঙ্গে লইয়া এই বাগানে বেড়াইতে আইসেন দেখিয়াছ, তাঁহারা অনেক প্রকার শিল্প বিদ্যা এবং সঙ্গীত বিদ্যা জানেন। তুমি কয়েদ হইয়াছ শুনিয়া আমি বাসার দ্বারে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম, এমত

সময়ে তাঁহারা বেড়াইতে ২ আমার নিকটে আইলেন, এবং "তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ? তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার কে ২ আছে? তুমি এখানে একাকিনী আছ কেন?" বলিয়া অতি স্নেহ পূর্ব্বক এক প্রকার মিষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমি একে ২ সে সকলের উত্তর দিলে পর, তাঁহারা "তোমার ভাবনা কি, আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে আইস" বলিয়া ডাকিলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ২ বেড়াইতে লাগিলাম।

খানিক পরে তাঁহারা বিশ্রাম করিবার জন্য এই উদ্যানস্থ পুকুরের ঘাটে গিয়া বসিলেন, এবং আমাকে নিকটে বসিতে কহিলে আমিও সেখানে বসিলাম। তাঁহারা তখন সূঁই দিয়া এক প্রকার কাপড়ের উপরি নানাবিধ বুটা তুলিতে ও চিকণের কাজ করিতে লাগিলেন, আমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম। ইহাতে তাঁহারা কহিলেন, "যদি তুমি এই রূপ কর্ম্ম শিখিতে চাও, তাহা হইলে আমরা তোমাকে

ভালমতে শিখাইতে পারি"। অতএব দাদা! আমার নিতান্ত ইচ্ছা হয় যে, আমি সেই প্রকার শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা করি; কিন্তু তাহা শিখিবার জন্য যে২ সামগ্রীর আয়োজন করা আবশ্যক, আমার ত তাহার কিছুরই সঙ্গতি নাই। তবে আজি তুমি বাজারে যাইবে কহিতেছ; যদি আমার জন্য সূঁই, সূতা, এবং বুটা তুলিবার কাপড় কিনিয়া আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের নিকট কিছু শিল্প কর্ম্ম শিখিতে পারি"।

গোপাল কহিল, "কামিনি! অমৃতে কি কাহারো অরুচি হয়, এমন মনে কর!। তুমি একটা নূতন বিদ্যা শিখিতে চাহিতেছ; বিশেষতঃ ইহা শিক্ষা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি উচিত, তাহা আমিও বিলক্ষণ জানি। ইহাতে কি আমার কোন মতে অসম্মতি হইতে পারে?। আমি তোমাকে এ সকল দ্রব্য আজিই কিনিয়া আনিয়া দিতেছি। তুমি যদি ইহা ভালরূপে শিখিতে পার, তাহা হইলে তোমার বিশেষ

খ্যাতি হইতে পারিবেক। আর যদি তাঁহাতে তোমার বিশিষ্ট পারকতা জন্মে, তাহা হইলে তোমার কিঞ্চিৎ স্ত্রীধন সঞ্চয় হইবারও সম্ভাবনা। শুনিতে পাই আজি কালি কলিকাতার অনেক ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা এই রূপ কার্য্যে টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন”।

বৈকাল বেলায় গোপাল বাজারে গিয়া আপনার জন্য কতিপয় উপাখ্যান গ্রন্থ, নীতি গ্রন্থ, ব্যাকরণ, ভূগোলবৃত্তান্ত, ইতিহাস, অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক ও ইংরাজি শিখিবার উপযোগি খানকতক ইংরাজি বহি, এবং কাগজ, কলম, কালী, দোয়াইত, স্লেট, পেনসিল এবং কামিনীর নিমিত্তে ছুঁই সূতা, বুটা তুলিবার কাপড় আদি, দ্রব্য সামগ্রী সকল ক্রয় করিয়া আনিল।

পর দিন অবধি গোপাল সেই বাগানের তত্ত্বাবধান করত আপাততঃ আপনা আপনি বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, গোপাল ও কামিনীর

অক্ষর পরিচয় ছিল, এবং তাহারা এক প্রকার লিখিতে পড়িতেও পারিত। এখন গোপাল আপনা আপনি দেখিয়া২ কয়েকখানি উপাখ্যান গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রায়ঃ সমাপন করিল। এই রূপে সে যে দিবস যতখানি পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিত, কামিনীকেও তাহা বলিয়া দিতে ও মুখস্থ শিখাইতে কোন অংশে ত্রুটি করিত না। ইহাতে কামিনীর লেখা পড়া গোপাল অপেক্ষা ন্যূন হইবার কিছুই সম্ভাবনা ছিল না। বরং তাহার শিল্প বিদ্যা শিক্ষাও একটা অতিরিক্ত শিক্ষা হইতে লাগিল।

এদিকে পরদিন বৈকাল বেলায় সেই বিবি ও তাঁহার দুইটী বালিকা কন্যা সেই বাগান বেড়াইতে আইলে, কামিনী তাঁহাদের সঙ্গে বেড়াইতে২ কহিতে লাগিল, "আপনাদের কথাক্রমে আমি আমার দাদাকে সূচি কর্ম্ম শিখিবার দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতে কহিয়াছিলাম, তিনি কল্য সে সকল দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিয়া দিয়াছেন। এখন

আপনারা যে দিন অবধি আমাকে শিখাইতে চাহেন বলুন সেই দিনে প্রস্তুত হইব”।

বিবিরা শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং তখনি তাহাকে কহিলেন “ কৈ, সে সকল চীজ বস্তু লয়ে এস দেখি, আমরা তোমাকে এখনি দেখাইয়া দিতেছি। যেমন করিয়া সূরু করিতে হইবেক তুমি তাহা আমাদের কাছে বসিয়াই প্রথমে শিক্ষা কর”। কামিনী এই কথায় সত্বর হইয়া গৃহ হইতে সেই সকল দ্রব্য লইয়া উপস্থিত করিল। তাঁহারাও তখনি নিকটস্থ চুপড়ী হইতে একখানি চিত্র করা সূচি কর্ম্ম শিক্ষার আদর্শ বাহির করিয়া দিলেন, এবং তাহাকে নিকটে বসাইয়া “ এমনি করিয়া ছুঁই ধর, এবং এই সূতার পর এই সূতা, তাহার পর এই সূতা বসাইয়া যাও” বলিয়া যত্নপূর্ব্বক দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। কামিনী এমনি বুদ্ধিমতী ছিল যে, যখন যে বিষয়ে উপদেশ পাইত, তখনি তাহা শিখিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত। বিবিরা তাহাকে সে দিন যাহা ২ দেখাইয়া ও বলিয়া দিলেন তাহার তাহা শিখিতে

কিছুই বিলম্ব হইল না। যাহা হউক, কামিনীর এই রূপে বিবিদের কাছে শিল্প ও গোপালের কাছে লেখা পড়া শিক্ষা হইতে লাগিল।

গোপাল, অঙ্কবিদ্যা, ভূগোল, ব্যাকরণ প্রভৃতি ভালমতে শিখিবার জন্য সকালে, বিকালে, সন্ধ্যাকালে, স্কুলের ছাত্রদিগের বাটীতে গমনাগমন ও তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব করিতে আরম্ভ করিল। আর ঐ বালকেরা পড়িতে যাইবার ও বাটীতে আসিবার সময়ে সেই বাগানে গিয়া গোপালের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া যাওয়া আসা করিত না। সুচতুর গোপাল সেই সুযোগে তাহাদের নিকট পড়া বলিয়া এবং যেখানে যাহা সন্দেহ থাকিত, তাহা ভঞ্জন করিয়া লইত। কখন২ তাহাদের বাটীতে গিয়াও পড়িয়া আসিত। এই রূপে গোপালের বাঙ্গালা শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবেক, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল। মধ্যে২ কৌশল ক্রমে তাহার কিছু২ ইংরাজি লেখা পড়া শিক্ষাও হইতে লাগিল।

গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে কলিকাতার বড় ২ ধনী লোকেরা প্রায়ই বাগানে অধিক সময় অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবং কার্য্যানুরোধে মধ্যে ২ বাটীতে যাতায়াত করেন। কোন ২ মহাশয় স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবার লইয়া সমুদায় গ্রীষ্মকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন। কারণ বাবু লোকেরা কলিকাতার যে স্থলে বাস করেন, তাহা কালবিশেষে বড় পীড়াকর হয়। যে সকল পল্লীতে থাকেন, তথায় অনেক বসতি; অথচ তথাকার রাজপথ প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ প্রত্যেকের ভদ্রাসন বাটীর চারি দিক্ প্রায়ঃ নর্দ্দামাময়। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে সে সকল মলিন স্থান হইতে এমনি দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে, তাহাতেই বায়ুর দোষ জন্মিয়া লোকের পীড়া উৎপাদন করে। এই জন্য সুবিজ্ঞ যোত্রাপন্ন বাবুরা গ্রীষ্মকালে বাটী ছাড়িয়া বাগানে গিয়া থাকেন।

গোপাল ও কামিনী যে বাবুদের বাগানে ছিল, তাঁহারাও সেই বৎসর গ্রীষ্মের ভয়ে কিয়দ্দিন জলপথে ভ্রমণ করিয়া শেষকালে কিছু

দিনের জন্য সপরিবারে সেই বাগানে আ-
সিয়া বাস করিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ বাবুর
তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল, কিন্তু সকল-
গুলিই শিশু। কাহারো পাঁচ, কাহারো সাত,
কাহারো বা দশ বৎসর বয়ঃক্রম, কেবল কন্যা-
টির বয়ঃক্রম বছর বারো হইবেক। ইতিপূর্ব্বে
ঐ বাবু মধ্যে২ বাগানে তত্ত্বাবধান করিতে
যাইতেন। তাহাতে গোপাল ও কামিনী কেবল
তাঁহাকেই চিনিত মাত্র, কিন্তু সে তৎপরিবারের
কাহাকেই আর কখন দেখে নাই। সম্প্রতি তাঁহা-
রা উদ্যানে বাস করিবাতে গোপাল ও কামিনী
তাঁহাদের সকলেরি নিকট পরিচিত হইল; এবং
ক্রমে২ পরস্পরের ঘনিষ্ঠতাও হইতে লাগিল।

পাঁচ সাত দিন গেলে পর, এক দিন প্রাতে বাবু
চৌকীতে বসিয়া মুখ ধুইতেছেন, আর তাঁহার
ছেলে তিনটি অন্তরালে বসিয়া স্কুলের পড়া
মুখস্থ করিতেছে, এমত সময়ে গোপাল বেড়াই-
তে২ তাহাদের নিকটে গিয়া চৌকীর নীচে
ভূমিতলে বসিল, এবং তাহাদের লেখা পড়া

দেখিতে ও শুনিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে বাবু বড় পুত্রটিকে একটি হরণ ও একটি পূরণ করিতে কহিয়াছিলেন। বড়টি শ্লেট ও পেনসিল লইয়া তাহাই করিতেছিল, কিন্তু সে ভালরূপে আঁক কসিতে জানিত না, যত দূর পর্য্যন্ত করিয়াছিল সকলই অশুদ্ধ। গোপাল সে সকল দেখিতে পাইয়া "এটা এমন নয় এমন হইবে, এটা এমন নয় এমন হইবে" বলিয়া শিখাইয়া দিতে লাগিল। এতক্ষণ সে সেই অঙ্ক দুইটি কসিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছিল, এখন গোপালের সাহায্যে তাহার তাহাতে পাঁচ মিনিটও লাগিল না। এই রূপে মধ্যমটি পড়িবার সময়ে যেখানে২ ঠেকিতে লাগিল, গোপাল সে সকল শুধিয়া২ দিতে লাগিল। ছোটটী প্রথম ভাগ শিশু-শিক্ষা ও ইংরাজি, এ, বির বহি পড়িতেছিল গোপাল মধ্যে২ তাহাকেও সাহায্য করিতে ত্রুটি করিল না।

বাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, গোপাল কথা কহিতেছে; ফলে অন্যের

স্বরের মত বোধ করিয়া তৎকথায় বড় একটা মনোযোগ করেন নাই। হয়ত অন্য কোন বিষয়ে অন্য মনস্কই বা থাকুন, এজন্য মনই দেন নাই। এখন একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, গোপাল তাঁহার সন্তানদিগকে লেখা পড়ার বিষয় বলিয়া দিতেছে। ইহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গোপালকে নিকটে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "গোপাল! তুমি কি লেখা পড়া জান? ইহাত আমি অগ্রে জানিতাম না, তুমি এ সমস্ত কি প্রকারে শিখিলে বল দেখি?" গোপাল উত্তর করিল "মহাশয়! পূর্ব্বে আমার অক্ষর পরিচয়, যৎকিঞ্চিৎ কসামাজা জানা ছিল মাত্র। এক্ষণে মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালাটা চলিতমত এক প্রকার শিখিয়াছি এবং ইংরাজিও লিখিতে ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, মানস আছে তাহাও ভালরূপে শিক্ষা করিব।

বাবু এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "শুন গোপাল!

তোমার এত গুণ আছে, আমি তাহা ঘুণাক্ষরে পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। যদি কোন রূপে তোমার বিদ্যানুরাগের কথা আমার জ্ঞাতসার হইত, তাহা হইলে আমি তোমাকে এমন নীচ-পদস্থ করিতে চেষ্টা করিতাম না। ফলে আমি যে তোমাকে পরিচয়াভাবে পূর্ব্বে বিশেষ রূপে চিনিতে পারি নাই, তাহাতে বড় অপ্রতিভ হইলাম। যাহা হউক, তোমাদের আর স্বতন্ত্র স্থানে বাসা করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। তোমরা এক্ষণেই আমার বৈঠকখানা বাটীর এক ঘর লইয়া থাক। আমি তোমাদের খাই-বার পড়িবার বিশেষ নিয়ম করিয়া দিতেছি। আজি অবধি তুমি কেবল আমার বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও আ-পনার লেখা পড়ায় ভালরূপ চেষ্টা করিবে। অচিরাৎ তোমার পারকতা বুঝিয়া একটা কোন বিষয় কর্ম্ম জুটাইয়া দেওয়া যাইবেক। আর যাবৎ তোমার কোন কাজ কর্ম্ম না হয়, তাবৎ তোমার পিতা মাতাকে পাঠাইয়া

দিবার জন্য মাসে২ দশটি করিয়া টাকা দিব"।

গোপাল, বাবুর মুখ হইতে এই সকল অ-নুগ্রহের কথা শুনিয়া মহা আনন্দিতমনে বিদায় লইয়া বাসায় গমন করিল, এবং সেই সকল কথা আপনার ভগিনীর সাক্ষাতেও কহিল। কামিনী ভ্রাতার প্রমুখাৎ সুসংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করিল। অনন্তর দুই ভ্রাতৃ ভগিনীতে পুথি পত্র, দোয়াইত কলম, দ্রব্য সামগ্রী সমুদায় লইয়া সেই বাটীর এক ঘরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তদবধি কর্ত্তা এবং কর্ত্রী উভয়েই গোপাল ও কামিনীকে পুত্র কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং মাসে২ গোপালের পিতা মাতার জন্যে দশ২ দশটি করিয়া টাকা দিতে লাগিলেন। এখানে বৃদ্ধ নিতাই ঘোষও পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্ত হইল। পরে বর্ষার মধ্যাবস্থায় বা-বুরা যখন সপরিবারে বাটী আসেন, গোপাল এবং কামিনীও সেই সঙ্গে আনীত হইল।

সুশীল গোপাল মহতের আশ্রয় পাইয়া দিবা-
রাত্রি পরিশ্রম দ্বারা লেখা পড়ার বিষয়ে কৃত-
কার্য্য হইতে যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিল।
সে থাকিতে২ নিজ গুণে ক্রমে ক্রমে বাবুর
এমনি প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিল যে, তিনি
আপনি যে স্থানে বিষয়কর্ম্ম করিতেন, সেখা-
নেই তাহাকে লইয়া গিয়া আপাততঃ সর-
কারী পদ দিয়া কিছু দিন বিলম্বে আপনার
সহকারী পদে নিযুক্ত করিলেন। সুবোধ গো-
পাল বৈষয়িক কাজ কর্ম্মে এমনি নিপুনতা
ও বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল যে,
তাহাতে সাহেবেরা অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া
তাহাকে প্রায়ঃ সর্ব্বের সর্ব্বা করিয়া তুলিলেন।
বছর দুইএকের ভিতর কলিকাতার ব্যবসায়ী
সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনন্তর প্রায়ঃ তথাকার
সর্ব্বত্রই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচার হইতে
আর কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। মাস গেলে
তাহার শতাবধি দুই শত টাকা পর্য্যন্ত আয়
হইতে লাগিল। ইহাতে বাবুর আর আমোদ

রাখিবার স্থান রহিল না। আহা! তখন ভাগ্যধর নিতাই ঘোষ যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইল তাহা কহিয়া জানাইতে পারি না।

এইরূপে কামিনীও সর্ব্বদা লেখা পড়া ও নানা প্রকার শিল্প বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা বিশেষ গুণবতী হইয়াছিল। সুন্দরী নাম্নী ঐ বাবুর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার সঙ্গে কামিনীর এ প্রকার সদ্ভাব জন্মিল যে, তিনি ক্ষণকালের জন্য তাহাকে চক্ষের আড় করিতেন না। কামিনীও সেই শিক্ষিত বিদ্যায় তাহাকে বিদ্যাবতী করিতে কোন অংশে যত্নের ত্রুটি করে নাই। কালসহকারে সুন্দরীর কন্যাকাল উপস্থিত হওয়াতে, নানা স্থান হইতে উত্তম ২ সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সদ্বিবেচক বাবু এক দিন স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন, "হেদেখ! গোপাল ও কামিনীকে আমার পরের সন্তান বলিয়া বোধ হয় না। ফলে উহারাই যেন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা। দেখিতেছি উহাদের এখন

বিবাহের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে। মানস করিয়াছি উহারা অবিবাহিত থাকিতে আমার কন্যা পুত্রের বিবাহ কদাচ দেওয়া হইবেক না"।

বাবুর স্ত্রী গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন। পতির মতেই সম্মতা হইলেন এবং কহিলেন, "ইহা ভাল কথা। আমার মতেও গোপাল ও কামিনীর বিবাহ অগ্রে দেওয়াই কর্ত্তব্য"। তাহাতে বাবু তখনই ঘটকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের উভয়ের জন্য একটি সৎপাত্র ও একটি উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণ করিতে অনুমতি করিলে, তাহারা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া একটি সুলক্ষণা কন্যা, এবং গুণশালিনী কামিনীর জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র যোটাইয়া আসিল। বিচক্ষণ বাবু সেই বিবাহ মহোৎসবের উপলক্ষে তাহাদের জনক, জননী, নিতাই ঘোষ, ও তাহার স্ত্রী এবং অন্যান্য পরিবারবর্গকে লইয়া যান এবং অকাতরে খরচ পত্র করিয়া আপনার কন্যা পুত্রের ন্যায় তাহাদের বিবাহ সংস্কার সমাধা করেন।

অনন্তর গোপাল পিতৃবৎ প্রতিপালক বাবুর অনুরোধে কলিকাতায় বাস করিতে মনস্থ করিয়া অতি অপূর্ব্ব বাড়ী ঘর দ্বার প্রস্তুত করিল, এবং পিতা মাতা পিতামহী প্রভৃতিকে লইয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল। সুলক্ষণা কামিনী যে পাত্রের হস্তগতা হইয়াছিল, সেও সামান্য ব্যক্তি নহে; যেমন বিদ্বান্ তেমনি ধনবান্। ফলে যে যেমন তাহার তেমনি যুটে, এই বাক্য অন্যথা হইবার নহে। আপনার যোগ্য ভর্ত্তৃলাভে কামিনীর স্বামি গৃহে পরম সুখে কাল যাপন হইতে লাগিল। আহা! নিতাই ঘোষকে বড় সৌভাগ্যবান্ পুরুষ বলিতে হইবেক!। কথিত আছে সৎপুত্রবান্ ব্যক্তি হইতে অধিক ভাগ্যবান্ কেহই নাই। বাস্তবিক যাহার এমন সুসন্তান থাকে তাহার আর লৌকিক সুখের অবধি থাকে না। নিতাই ঘোষ পুত্রের ঐশ্বর্য্যে নানা প্রকার ঐহিক ও পারত্রিকের হিতকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যত দূর পর্য্যন্ত সুখভোগ করিয়াছিল তাহার বর্ণনা করা সহজ নহে।

বৎস! তুমি গোপাল কামিনীর কথা শুনিলে, গৃহে থাকিলে কখনই শ্রীর মুখ দর্শন হয় না। বিশেষতঃ বণিক্ জাতির পক্ষে ইহা কখনই শ্রেয়স্কর নয়। বণিক্‌দিগকে দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করিতে হয়, বাণিজ্য দ্রব্যের ভাব বুঝিতে হয়। ক্রয় বিক্রয়াদির উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিতে হয়। কিসে লাভ কিসে বা অলাভ হয়, তাহারও তত্ত্ব লইতে এবং তথ্য জানিতে হয়। স্বদেশে থাকিয়া বাণিজ্যের অনুষ্ঠান করিলে বিশেষ ফল ফলে না। আমার মতে স্বদেশে ব্যবসায় করা এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র।

শ্রীদত্ত গোপাল ও কামিনীর সাহসাদির বৃত্তান্ত ও তাহার প্রতিফলের কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল, এবং উদ্যোগী হইয়া পিতার সমীপে নিবেদন করিল, "পিতঃ! আমি যে অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া বিদেশ যাত্রায় অনভিমত করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে গোপাল ও কামিনীর কথা শুনিয়া দূরীভূত হইয়াছে।

এক্ষণে আমার অংশ আমাকে দিতে আজ্ঞা হউক, আমি এই দণ্ডেই বাণিজ্য করিতে প্রস্থান করিতেছি”। ধনপতি তদনুসারে তাহাকে সেই টাকাগুলি দিয়া বিদায় করিলে সে কর্ণাট প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করিল।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪	৪	জেষ্ট	জ্যেষ্ট
৮	৬	শৌথিল্য	শৈথিল্য
১২	১৫	মর্জ্জনা	মার্জ্জনা
৯২	১৯	সমচার	সমাচার
৯২	১৪	লয়	নয়